একাদশ বর্ষ

অষ্টম সংখ্যা

# তর্জুমানুল-হাদীছ



সম্পাদক

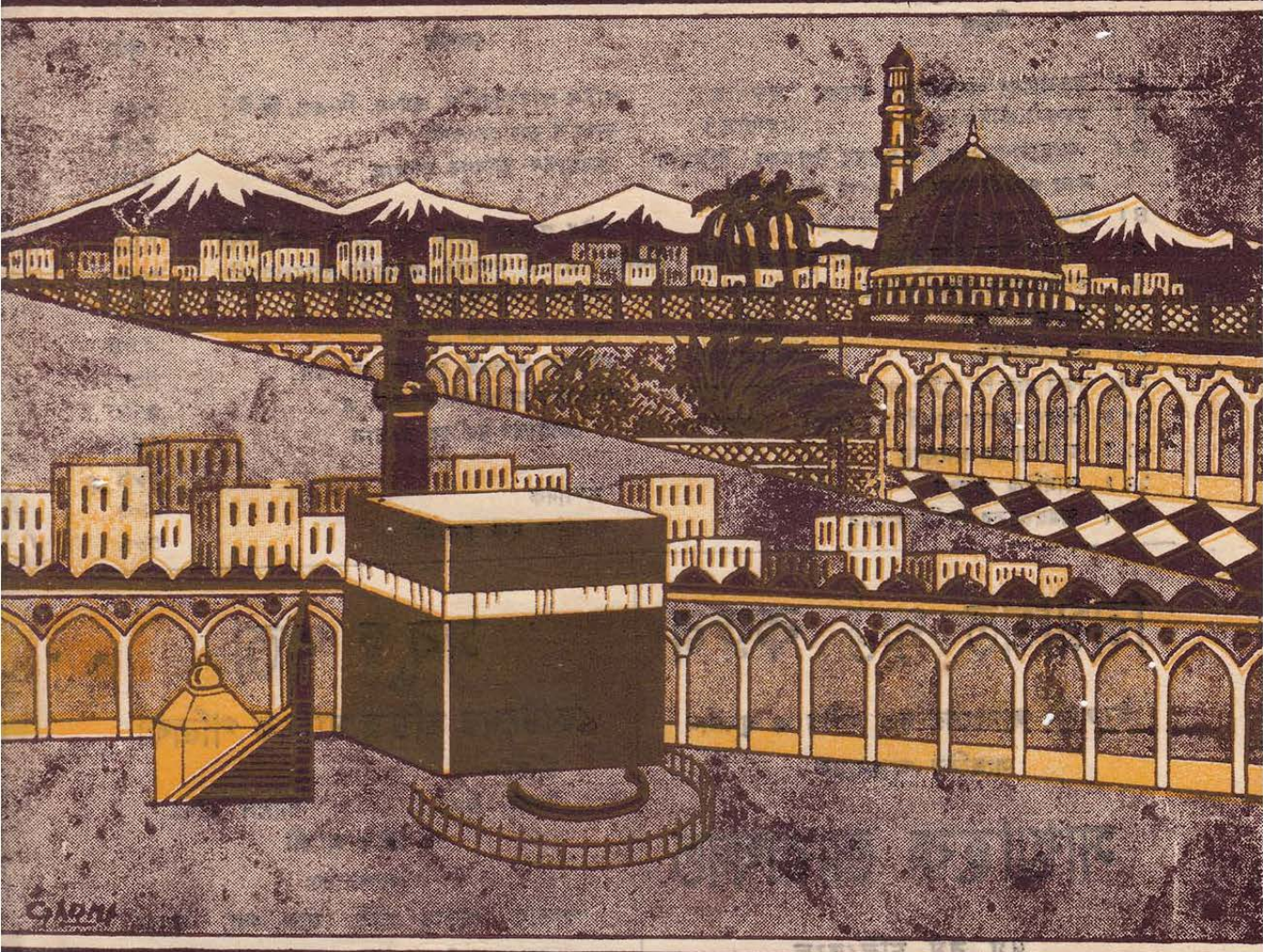

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

এই
সংখ্যার মূল্য
৫০ পয়সা

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents


# তর্জুমানুল-হাদীস

( মাসিক )

একাদশ বর্ষ—অষ্টম সংখ্যা

মাঘ-ফাল্গুন—১৩৭০ বাং | ফেব্রুয়ারী,—১৯৬৪ ইং

রমযান-শওয়াল—১৩৮৩ হিঃ


## বিষয়-সূচী


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ( তফসীর ) | শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ; | ৩৩৭ |
| ২। মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা ( হাদীস ) | আবূ য়ূসুফ দেওবন্দী | ৩৪২ |
| ৩। আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ ( ইতিহাস ) মওঃ এলাহী বখশ ও তাঁহার রচিত পুঁথি | মোহাম্মদ আবদুর রহমান | ৩৪৫ |
| ৪। রামাযানের রোযা ও তারাওউফ (প্রবন্ধ) | শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি | ৩৪৯ |
| ৫। ইমাম ইউসুফ বিন্ ইয়াহ্‌ইয়া বুওয়ায়তী (রঃ) (জীবনী) | এ, কে মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী | ৩৫৩ |
| ৬। বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হইতে (প্রবন্ধ) | আবদুন্ নইম চৌধুরী বি-এস | ৩৫৯ |
| ৭। কলেমার বিপ্লব (কবিতা) | আবদুল খালেক বি, এ | ৩৬৪ |
| ৮। মাহে-রমযান ( মসলা-মসায়েল ) | মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ এম, এম, | ৩৬৮ |
| ৯। নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির পথে ইন্দোনেশিয়া (প্রবন্ধ) | অধ্যাপক আবদুল গণী এম, এ | ৩৭৪ |
| ১০। ঈদের নমাযে তকবীরের সংখ্যা (আলোচনা) | মোহাম্মদ মতীয়ুর রহমান | ৩৭৭ |
| ১১। জমঈয়তের আবেদন | | ৩৮১ |
| ১২। সাময়িক প্রসংগ | সম্পাদক | ৩৮৩ |
| ১৩। জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার | আবদুল হক হক্কানী | ৩৮৫ |



## নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

## সাপ্তাহিক আরাফাত

৭ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বাকি চাঁদা : ৬'৫০ ষাম্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

## সবুজ পাতা

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চাঁদা—

বছরে ৪'০০ ছমাসে ২'২৫

শা হে দ আ লী

সম্পাদিত

পাতায় পাতায় ছবি, ছড়া, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ,—জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা।

আপনার ছেলেমেয়েদেরকে

গ্রাহক করে দিন

সবুজ পাতা

৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২


www.ahlehadeethbd.org

Contents

# তর্জুমানুলহাদীস

## মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত বাণী, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)


| একাদশ বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ, রামাযান-শওয়াল ১৩৮৩ হিঃ, মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭০ বংগাব্দ | সপ্তম সংখ্যা |
|---|---|---|

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ


بسم الله الرحمن الرحيم

سل بني اسرائيل كم اتيناهم ٢١١

من اية بينة ومن يبدل نعمة الله

২১১। [হে রাসূল,] আপনি ইসরাঈলীয়-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি তাহাদিগকে [আপনার পয়গম্বরীর সত্যতা প্রমাণার্থ] কতই না আয়াত ও নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলাম। [কিন্তু তাহারা ঐ সব পরিবর্তিত করিয়া ফেলে।] আর, কাহারও নিকটে আল্লার কোন নি'মাত আসিবার পরে সে যদি উহা পরিবর্তিত করিয়া


www.ahlehadeethbd.org

Contents



من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب،

٢١٢ زين للذين كفروا الحيوة

الدنيا ويسخرون من الذين امنوا

والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة والله

يرزق من يشاء بغير حساب ○

٢١٣ كان الناس امة واحدة فبعث

الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل

معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس

فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه

الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم

البينت بغيا بينهم فهدى الله الذين

امنوا لما اختلفوا فيه من الحق

باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط

ফেলে তবে ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ [তাহার] শাস্তি ব্যাপারে বড়ই কঠোর।

২১২। যাহারা কাফির হইয়াছে তাহাদের সম্মুখে ইহলৌকিক জীবনকে সুসজ্জিত রূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে—আর [সেই হেতু] যাহারা ঈমান রাখে তাহাদিগকে উহারা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা [ঈমান রাখে এবং] অধর্ম হইতে দূরে থাকে তাহারা [পরিণামে,] কিয়ামত দিবসে [মান-মর্যাদায়] কাফিরদের ঊর্ধে থাকিবে। আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে মানুষের ধারণাতীত ভাবে ও পরিমাণ রিয্ক সরবরাহ করিয়া থাকেন।[২২২]

২১৩। [মানুষ-সৃষ্টির প্রথম দিকে] সকল মানুষ মিলিয়া একটি মাত্র উম্মত ছিল। অনন্তর আল্লাহ নবীদিগকে [সৎ কার্যের পুরস্কারের] শুভ সংবাদ বাহকরূপে ও [অসৎ কার্য হইতে] সতর্ককারীরূপে মনোনীত করেন; এবং লোকে যে সকল বিষয়ে ভিন্নমত হইতে লাগিয়াছিল ঐ বিষয় গুলি তাহাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করিবার জন্য আল্লাহ ঐ নবীদের প্রতি ন্যায় নীতি সম্বলিত কিতাব নাযিল করেন।

আবার যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হয় তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি আসিবার পরে তাহারাই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ঐ কিতাবেরই যথার্থতা সম্বন্ধে ভিন্নমত হইয়া উঠে। অনন্তর, যে হক্ক সম্বন্ধে লোকের মতবিরোধ ঘটে সেই হক ব্যাপারে আল্লাহ মুমিনদিগকে নিজ তাওফীক দানে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

২২২। এই অংশটির তরজমা কয়েক ভাবে করা হয়। সূরা আত্-তালাকের দ্বিতীয়-তৃতীয় আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এই তরজমা করা হইল। ঐ আয়াত দুইটিতে বলা হইয়াছে,

ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب ۔

তরজমা ঃ—"আর, যে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহকে সমীহ করিয়া চলে, আল্লাহ তাহার জন্য [যাবতীয় সমস্যা হইতে] নিষ্ক্রমণ ও নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

مستقيم ●

٢١٤ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة

ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم

مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى

يقول الرسول والذين آمنوا معه متى

نصر الله ألا إن نصر الله قريب ●

٢١٥ يسئلونك ماذا ينفقون قل

ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين

واليتمى والمسكين وابن السبيل وما

আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন ন্যায় পথের দিকে লইয়া যান।

২১৪। তোমাদের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদের [ পরীক্ষার ] অনুরূপ [পরীক্ষা] এখনও তো তোমাদের নিকটে আসে নাই—এই অবস্থাতেই কি তোমরা ধারণা করিয়া বসিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে দাখিল হইবে?[২২৩] [দেখ, তোমাদের পূর্বে যে সকল মুমিন দুনয়াতে ছিল] তাহাদিগকে আর্থিক অভাব-অনটন ও ব্যাধি-যন্ত্রণা স্পর্শ করে, এবং তাহাদিগকে এমন-ভাবে বিপর্যস্ত করা হয় যে, তৎকালীন রাসূল ও তাঁহার সঙ্গী মুমিনেরা বলিয়া উঠে, "আল্লার [সাহা]য্য কখন হইবে!" শুন, ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার সাহায্য নিকটেই থাকে।

২১৫। [হে রাসূল,] আপনাকে লোকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাহারা কোন্ কোন্ বস্তু কোন্ কোন্ নেক্ কাজে ব্যয় করিবে। আপনি বলিয়া দিন, "যে কোন ধন-সম্পদই তোমরা সওয়াবের উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে চাও তাহা তোমরা পিতামাতার জন্য, নিকটতম আত্মীয়দের, য়াতীমদের, মিসকীনদের, অভাবগ্রস্ত মুসাফির ও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাকারী ভিক্ষুকের জন্য ব্যয় কর—আর তোমরা যে কোন নেক কাজই

---

দেন এবং তাহাকে এমন ভাবে রিয্‌ক সরবরাহ করেন যাহার কথা সে ধারণাও করিতে পারে না।"

২২৩। এই প্রশ্নের জওয়াব রহিয়াছে সূরা আল্-'আনকাবূতের দ্বিতীয়-তৃতীয় আয়াতে। আয়াত দুইটি এই—

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا

آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين

من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

وليعلمن الكذبين ●

তরজমা:—"লোকে কি ইহাই ধারণা [ক]রিয়া বসিয়াছে যে, 'আমরা ঈমান আনিলাম,'—বলিলেই মানুষকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে কোনই পরীক্ষা করা হইবে না? ইহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদিগকে আমি নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছি। ইহাদিগকেও আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলিয়া ইহাদের মধ্যে কাহারা ঈমানের দাবী ব্যাপারে সত্যবাদী তাহা দেখিয়া লইবেন এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহাও দেখিয়া লইবেন।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents



تفعلوا من خير فان الله به عليم ۝

٢١٦ كتب عليكم القتال وهو

كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو

خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو

شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ۝

٢١٧ يسئلونك عن الشهر الحرام

قتال فيه قل قتال فيه كبير

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد

الحرام واخراج اهله منه اكبر عند

الله والفتنة اكبر من القتل ولا

কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ নিশ্চিতভাবে অভিজ্ঞাত। [এবং তাহার সওয়াব তিনি তোমাদেরে অবশ্যই দিবেন।]

২১৬। [হে মু'মিনগণ,] যুদ্ধ করা তোমাদের অপসন্দনীয় হওয়া সত্বেও [ধর্মের হেতু] যুদ্ধ করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইল।[২২৪] আর ইহা সম্ভব যে, তোমরা এমন কোন বিষয়কে ঘৃণা করিয়া থাক যাহা বাস্তবিকপক্ষে তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং ইহাও সম্ভব যে, তোমরা এমন কোন বিষয়কে পসন্দ করিয়া থাক যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। বস্তুতঃ [সকল বিষয়ের সঠিক তথ্য] আল্লাহ জানেন—তোমরা জান না।

২১৭। [হে রাসূল,] যুদ্ধ-হারাম মাস সম্বন্ধে—ঐ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে—লোকে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, "উহার মধ্যে যুদ্ধ করা একটি ভীষণ ব্যাপার। কিন্তু আল্লার কুফর করতঃ আল্লার পথে চলিতে অপরকে বাধা দেওয়া, সম্মানিত মসজিদ কা'বা-গৃহ যিয়ারত হইতে অপরকে বিরত রাখা এবং কা'বা-গৃহের যোগ্য লোককে উহা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া আল্লার নিকট ভীষণতর ব্যাপার—আর তজ্জনিত অশান্তি বিশৃঙ্খলা [যুদ্ধ-হারাম মাসে] কতল অপেক্ষা ভীষণতর ব্যাপার।"[২২৫]

---

২২৪। যুদ্ধে শারিরীক কষ্ট ও মানসিক যাতনা ভোগ করিতেই হয়। তদুপরি প্রাণ-হানির আশঙ্কাও থাকে; এই কারণে মানুষ সাধারণতঃ যুদ্ধকে ঘৃণা করিয়া থাকে এবং এই কারণেই মুমিনগণ যুদ্ধ-বিগ্রহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন ধর্মযুদ্ধের নির্দেশ দেন তখন মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন উদ্দেশ্যে ধর্মযুদ্ধে সানন্দে ঝাঁপাইয়া পড়েন—ইহার সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করিতেছে।

২২৫। এই আয়াত ও ইহার পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে তফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেন তাহা এই ঃ

বদর যুদ্ধের দুই মাস পূর্বে রসুলুল্লাহ সঃ নিজ ফুফাত ভাই আবদুল্লাহ ইবন জাহশের অধিনায়কতায় আটজন সাহাবীকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন। অনন্তর, তাঁহারা চারি জন মুশরিক কুরাইশকে তায়িফ হইতে কিশমিশ

www.ahlehadeethbd.org

يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن
دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم
عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك
حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك
اصحب النار هم فيها خلدون ○
٢١٨ ان الذين امنوا والذين هاجروا
وجهدوا في سبيل الله اولئك يرجون
رحمت الله والله غفور رحيم ○

আর [হে মুমিনগণ,] তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম হইতে ফিরাইতে পারিবে বলিয়া যদি কাফিরদের ধারণা জন্মে তবে তাহারা যে পর্যন্ত তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম হইতে ফিরাইতে না পারিবে সে পর্যন্ত তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে।[২২৬] অনন্তর, তোমাদের যে কেহ তাহার ধর্ম হইতে ফিরিয়া গিয়া কাফির অবস্থাতেই মরিবে সে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদের সৎ কাজগুলি ইহকালে ও পরকালে পণ্ড হইয়া থাকে;[২২৭] এবং তাহারাই জাহান্নামের আগুনের অধিবাসী—উহার মধ্যে তাহারা দীর্ঘকাল অবস্থানকারী হইবে।

২১৮। ইহা নিশ্চিত যে, যাহারা ঈমান রাখিয়া এবং যাহারা হিজরাত করিয়া আল্লার পথে প্রাণপণ চেষ্টা পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছে তাহারাই আল্লার রহমতের আশা রাখিতে পারে—আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়াবান।

---

ও চামড়া লইয়া আসিতে দেখেন। মুসলিমগণ মুশরিকদিগকে আক্রমণ করিয়া মুশরিকদের এক জনকে হত্যা করে, দুই জনকে বন্দী করে এবং এক জন পলায়নে সক্ষম হয়। ঘটনাটি জুমাদাল—আখিরাহ্ মাসের শেষ তারীখে ঘটিয়াছিল অথবা রজব মাসের প্রথম তারীখে ঘটিয়াছিল—সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল। তাই মুশরিক কু... মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরব জাতিকে ... ক্ষেপাইয়া তুলিবার কুমৎলবে প্রচার ...থাকে যে, রজব মাসে যুদ্ধ করা চিরকাল ... মুসলিমগণ এই রজব মাসে নরহত্যা করিয়া ... মাসের মর্যাদা ও পবিত্রতা নষ্ট করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

মুশরিকদের এই প্রচারণার সংবাদ পাইয়া রসূলুল্লাহ সঃ 'আবদুল্লাহ-ইব্‌ন জাহশ ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাদিগের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা যে দিন ঐ মুশরিককে হত্যা করে সেই দিন গত হইয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারা রজব মাসের হিলাল দেখিয়াছিলেন। অর্থাৎ মুশরিক-হত্যার দিনটি জুমাদাল্-আখিরাহ্ মাসের শেষ তারীখ ছিল। ইহা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সঃ ঐ যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী ও কয়েদীদ্বয় সম্বন্ধে মীমাংসা মুলতবী রাখেন।

অতঃপর এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতটি একই সঙ্গে নাযিল হইলে রসূলুল্লাহ সঃ ঐ যুদ্ধ-লব্ধ মালকে গানীমাত হিসাবে কবূল করেন এবং উহার কিছুদিন পরে কয়েদীদ্বয়ের মুক্তি-মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করেন।

বৎসরের যে চারিমাস যুদ্ধ করা আরববাসীগণ হারাম বলিয়া বিশ্বাস রাখিত ঐ চারি মাসে যুদ্ধ করা ইসলামেও হারাম বলিয়া অব্যাহত রাখা হইয়াছে কি না—সে সম্বন্ধে আলিমদের মতভেদ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইন্‌শা-আল্লাহ সূরা আত-তওবার ৩৬ নং আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে করিব।

২২৬। অর্থাৎ ধর্ম ব্যাপারে কাফিরদের এই মানসিক অবস্থা কস্মিন কালেও পরিবর্তিত হইবার নহে। তাহারা মুমিনদিগকে ধর্মচ্যুত করিতে না পারে, না পারুক—তাহাদিগকে ধর্মচ্যুত করিবার আকাঙ্খা ও প্রাণপণ চেষ্টা তাহারা আমরণ করিতে থাকিবে।

২২৭। এই আয়াত অংশ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মুরতাদ্‌দ্ ব্যক্তি যদি পরে ইসলামে ফিরিয়া আসে তবে সে নিজ পূর্ব-কৃত সৎ কাজগুলির পুরস্কার আখিরাতে পাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

# মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

## বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য

—আবু য়ুসুফ দেওবন্দী

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

৩৪২। (ক) আবূ হুরাইয়া রাঃ বলেন, হুযাইল গোত্রের দুই জন স্ত্রীলোক ঝগড়া করিতে করিতে তাহাদের এক জন অপর জনের প্রতি একটি পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ও তাহার গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা করে। অনন্তর, ঐ ব্যাপারটি বিচারের জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ র নিকটে উপস্থিত করা হইলে রসূলুল্লাহ সঃ এই ফয়সালা দেন,

ان دية جنينها غرة عبد او

তাহার গর্ভস্থ সন্তানের জীবন-মূল্য এক জন গোলাম অথবা এক জন বাঁদী।"

আরও ফয়সলা দেন যে, নিহত স্ত্রীলোকটির জীবন-মূল্য হত্যাকারিণীর উত্তরাধিকারীগণের উপরে দেয় হইবে। আরও, রসূলুল্লাহ সঃ নিহত স্ত্রীলোকটির অপর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে তাহার মৃত ভ্রূণকেও উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেন।[৪]

এই ফয়সলা শুনিয়া নাবিগা-তনয় হামাল বলিয়া উঠে, "যে এখনও পানাহারও করে নাই, কথাও বলে নাই, চীৎকারও করে নাই তাহার হত্যার জন্য কী করিয়া দণ্ড হইতে পারে! সে কালে কাহিনগণ [ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশনকারী] যে ছন্দে কথা বলিত লোকটি ঐ ছন্দে কথা বলার কারণে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

ان هذا من اخوان الكهان

"এই লোকটি কাহিনদের এক জন ভাই বটে।"—বুখারী ও মুসলিম।

(খ) আবূ দাউদ ও নাসা'ঈ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে ইব্ন-'আব্বাস রাঃ-র যবানী বর্ণিত আছে যে, 'উমর রাঃ একদা জিজ্ঞাসা করেন, "ভ্রূণ-হত্যা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সঃ-র ফয়সালা দেওয়া কালে কে উপস্থিত ছিল?" তাহাতে নাবিগা-তনয় হামাল উঠিয়া দাঁড়ান এবং বলেন, "আমি দুইজন স্ত্রীলোকের সম্মুখে ছিলাম। অনন্তর, এক জন অপর জনকে আঘাত করে"।—এই বলিয়া তিনি ঘটনাটি ও রসূলুল্লাহ সঃ-র ফয়সালা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন।—ইব্ন হিব্বান ও হাকিম এই হাদীসটিকে সহীহ বলিয়াছেন।

৩৪৩। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার ফুফু নাযার-তনয়া রুবাইয়ি' কোন এক মেয়ের সম্মুখের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। অনন্তর, অপরাধী পক্ষের লোকেরা তাহার নিকটে ক্ষমা চাহিলে ঐ মেয়ের লোকেরা ক্ষমা করিতে অস্বীকার করে। তারপর, তাহার দাঁতের মূল্য পেশ করিলে উহারা তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। তারপর, তাহারা রসূলুল্লাহ সঃ-র নিকটে গেলে উহারা 'কিসাস' (দাঁত ভাঙ্গার বদলে দাঁত

---

৪। এই হত্যাকাণ্ডটি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটে নাই বলিয়া হত্যাকারিণীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া নাই।

তারপর, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মানুষের হত্যা সংঘটিত হইলে তাহার প্রাণের মূল্য হয় ১০০ একশত উট। কিন্তু ভ্রূণ হত্যার প্রাণের মূল্য একশত উট নয়—উহার মূল্য একটি দাস অথবা একটি দাসী।

www.ahlehadeethbd.org

ভাঙ্গা) ছাড়া আর সবই অস্বীকার করে। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ কিসাসেরই হুকুম দেন। নাযার-তনয় আ'নাস (অপরাধিনীর ভ্রাতা) বলেন, আল্লার রাসূল, রুবাইয়ি'-এর দাঁত কি বাস্তবিকই ভাঙ্গা হইবে? না;—যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম, তাহার দাঁতটি ভাঙ্গা হইবে না"। তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

يا أنس كتاب الله القصاص

"হে আনাস, কিসাসই (দাঁতভাঙ্গার বদলে দাঁত ভাঙ্গাই) আল্লার বিধান।"

পরে উহাদের লোক রাযী হইয়া মাফ করিয়া দিলে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره —

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার বান্দাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে ব্যক্তি আল্লার দোহাই দিয়া কসম করিলে আল্লাহ তাহা পূর্ণ করিয়া থাকেন"।—বুখারী ও মুসলিম; ভাষা বুখারীর।

৩৪৪। ইবন-'আব্বাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

من قتل في عميا او رميا بحجر

او سوط او عصا فعقله عقل الخطاء

ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال

دونه فعليه لعنة الله .

"কোন নিহত ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি জানা না যায় যে সে কী ভাবে নিহত হইয়াছে অথবা তাহাকে কে হত্যা করিয়াছে; অথবা কেহ যদি প্রস্তরাঘাতে অথবা ছড়ি বা ক[illegible] নিহত হয় তবে তাহাতে ভ্র[illegible]রক্তমূল্য দেয় হইবে। কিন্তু কা[illegible] ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা হয় তবে তাহাতে প্রাণদণ্ড হইবে। তারপর কিসাস পালনে যে ব্যক্তি প্রতিবন্ধক হয় তাহার প্রতি আল্লার লা'নাত"।—আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা শক্তিশালী সনদে।

৩৪৫। ইবন 'উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নাবী সঃ বলিয়াছেন,

اذا امسك الرجل الرجل وقتله

الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي

حبس .

"যখন কোন লোককে একজন লোক ধরিয়া রাখে এবং অপর একজন লোক হত্যা করে, তখন যে ব্যক্তি হত্যা করে তাহাকে হত্যা করা হইবে এবং যে ব্যক্তি আটকাইয়া রাখে তাহাকে [জেল খানার মধ্যে] আটকাইয়া রাখা হইবে।—দারকুৎনী এই হাদীসটিকে মিলিত শৃঙ্খল ও ছিন্ন-শৃঙ্খল উভয় ভাবেই রিওয়াত করিয়াছেন। ইবনুল কাত্তান এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন। ইহার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু দারকুৎনী ছিন্ন-শৃঙ্খল রিওয়াতকে প্রাধান্য দিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

৩৪৬। [ তাবি'ঈ ] 'আবদুর রাহমান বাইলামানী রহঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত জনৈক অমুসলিমকে হত্যার কারণে এক জন মুসলিমকে হত্যা করিবার জন নাবী সঃ আদেশ করেন এবং বলেন,

أنا أولى من وفى بذمته

"যাহারা নিজ প্র[illegible]ত পালন করে তাহাদের মধ্যে [illegible]ষ্ঠ।"—আবদুর রায্যাক হাদীসটিকে [illegible]বে সাহাবীর নাম ছাড়াই বর্ণনা করেন; কিন্তু দারকুৎনী এই হাদীসটিতে [ বাইলামানীর ] পরে ইবন-'উমর রাঃ-র নাম উল্লেখ করতঃ মিলিত শৃঙ্খল রূপে বর্ণনা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই হাদীসটির মিলিত শৃঙ্খল হওয়া ভিত্তিহীন। অপরাধীর শাস্তি সম্পর্কে ইবন-উমর রাঃ যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই:

৩৪৭। ইবন 'উমর রাঃ বলেন, [ হযরত 'উমর রাঃ-র খিলাফত কালে ] এক জন কিশোর যুবক অতর্কিতে [ তিন জন লোক দ্বারা ] নিহত হয়। [ উমর রাঃ ঐ তিন জনেরই প্রাণদন্ডের আদেশ দেন। এক জনের হত্যার কারণে তিন জনের প্রাণদণ্ডের সঙ্গতি সম্পর্কে লোকের মনে সন্দেহ জাগে ] ঐ প্রসঙ্গে উমর রাঃ বলেন, "এই হত্যা ব্যাপারে 'সান্'আ'-র যাবতীয় অধিবাসীই যদি অংশ গ্রহণ করিত তবে আমি নিশ্চয় তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতাম।—বুখারী

৩৪৮। (ক) আবু শুরাইহ খুযা'ঈ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين : اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ٥

"অনন্তর, আমার এই উক্তির পরে যদি কোন ব্যক্তি নিহত হয় তবে তাহার লোকদেরে দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার থাকিবে। তাহারা হয় রক্ত মূল্য গ্রহণ করিবে, অথবা প্রাণদণ্ডের দাবী করিবে।"—আবু দাউদ ও নাসাই।

(খ) এই মর্মে আবু হুরাইরা রাঃ-র বর্ণিত একটি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে সঙ্কলিত হইয়াছে।৫

---

৫। ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যা সম্পর্কে কুরআন মজীদে ও হাদীস নববীতে যাহা পাওয়া যায় তাহা একত্র করিলে যে হুকম সাবিত হয় তাহা এই:

নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য চারিটি পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে।

[১] তাহারা 'কিসাস' [প্রাণদণ্ড] দাবী করিতে পারে; অথবা—

[২] রক্তমূল্য পুরাপুরি দাবী করিতে পারে; অথবা—

[৪] রক্তমূল্যের পরিমাণ ব্যাপারে হত্যাকারী পক্ষের সহিত আপোষ রফা করিতে পারে; অথবা—

[৩] ক্ষমা করিতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

# আহলে-হাদীস ইতিহাসের উপকরণ

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

( পূর্ব-পাকিস্তান )

( ৪ )

**মওলানা এলাহী বখশ ও তাঁহার রচিত পুঁথি :**

মওলানা ইলাহী বখশ শরীফপুরের সৈয়েদ ইয়াসীন আলী ফকির সাহেবের নিকট কায়দা, আমপারা এবং কোর-আন শরীফ পাঠ করে ... অতঃপর গ্রাম্য স্কুলে বাংলা দুই এক বৎসর প... জামালপুর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ( তখন ... ) চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি ... পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পান কিন্তু ত... ...ন্দুদের পূর্ণ আধিপত্য—শিক্ষক এবং ছাত্র প্রায় সমস্তই হিন্দু। মুসলমান ছাত্ররা কোন দিন প্রথম স্থান অধিকার করে নাই। এবার একটি মুসলমান ছেলে প্রথম স্থানের অধিকারী হইয়াছে—ঘোষণা করিলে, হিন্দুদের আর মান থাকেনা। কাজেই তাঁহাকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে কৌশলে বঞ্চিত করা হইল। বালক এলাহী বখশের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল এবং ইংরাজী শিক্ষার উপরই ঘৃণা জন্মিয়া গেল। তিনি আরবী লাইনে পড়ার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। তখন কাছে কোথাও মাদ্রাসা ছিলনা। বাড়ী হইতে ১২/১৪ মাইল দূরে নরুন্দীর উত্তরে চর গাড়ামাতায় একটি ছোট খাট মাদ্রাসা ছিল। সেখানেই তিনি গমন করিলেন। সেখানে তিনি উর্দু, পার্সী, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণের প্রথম পাঠ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সেখান হইতে সোজা কলিকাতা আলীয় মাদ্রাসায় গিয়া ভর্তি হইলেন। আলীয়া মাদ্রাসায় কয়েক বৎসর পড়াশুনার পর হিন্দুস্থানে দেওবন্দ মাদ্রাসায় গিয়া ভর্তি হন। দেওবন্দে তিনি চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন।

"দুররায়ে মোহাম্মদীতে" মওলানা মরহুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় স্বীয় উস্তাদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করিয়াছেন। তিনি বলেন,

আছে আলেমান তাতে।[২]

মেছাল বহুত কম রাখে পৃথিবীতে ॥
তারা বড় ফাজেলীন।[২]

এলেমের হদ্ দিছে এলাহি আলমিন ॥
দিছে জাহের বাতেন।[২]

দোন এলেমের হদ জানিবে মুমিন ॥
তারা বড় দিনদার।[২]

ইমান কামেল দিছে পাক পরোয়ার ॥
তারা বড় পরহেজগার।[২]

দুনিয়াতে নাহি রাখে মেছাল এহার ॥

মওলানা এলাহী বখশ সাহেব মওলানা মাহমুদ হাসান, মওলানা খলীলুর রহমান এবং মওলানা মোহাম্মদ হুসেন সাহেবানের নিকট তফসীর ও হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি মওঃ মনোয়ার আলী এবং মওঃ হাফেয আহমদের নিকট অন্যান্য কেতাব পড়েন। ইহাদের ছাড়া দেওবন্দ মাদ্রাসায় তখন আরও বহু মুদাররিস ছিলেন কিন্তু তাহাদের নিকট তিনি পড়েন নাই। তিনি তাঁহার উস্তাদগণকে নিজের হাদী রূপে ঘোষণা করিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকলের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করিয়াছেন।

দেওবন্দে অধ্যয়ন শেষ করিয়া মওলানা এলাহী বখশ দিল্লীতে আগমন করেন এবং শায়খুল হিন্দ হযরত মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেনের নিকট পুনঃ হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁহার নিকট বায়আত হইয়া তাহার শিষ্যত্ব বরণ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

মওলানা মরহুমের জামাতা মওঃ এনায়েতুল্লাহ তাঁহার দুইজন সহপাঠীর নাম আমার নিকট উল্লেখ করিয়াছেন—ইহাদের একজনের নাম মওঃ সৈয়েদ আলী। ইনিই ঐ একই জিলার শরিষাবাড়ী ইলাকার গোন্দারপাড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি একজন ভাল জ্ঞানবান আলেম ছিলেন। তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহাকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দেখার সুযোগ এই লেখকের ঘটিয়াছে। বর্ণিত অপর বুযুর্গ সহপাঠী ছিলেন পাক-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ আলেম, মুফাসসেরে কুরআন, মুনাযেরে ইসলাম, ফাতেহে কাদিয়ান 'আহলেহাদীস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, অল ইণ্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্সের জেনারেল সেক্রেটারী এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা মরহূম হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)।

মওলানা মরহুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার আবদুল কাদির বলেনঃ অনুমান বাংলা ১২৯৯ সালে মওলানা এলাহী বখশ পড়াশুনা সম্পূর্ণ করিয়া মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেন সাহেবের দোওয়া ও শুভেচ্ছা লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তাহার বয়স খুব সম্ভব ৩০ এর কাছাকাছি—কিছু কম কিম্বা কিছু বেশী।

দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ বক্ষ ও প্রশস্ত ললাট এই গৌরবর্ণ যুবকের স্বর্ণকান্তি চেহারায় ছিল এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ। তদুপরি তাহার কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত মধুর।

তিনি মিঞা সাহেবকে স্বীয় পীররূপে উল্লেখ করিয়া তাহার দুররায়ে মোহাম্মদীতে লিখিয়াছেন ঃ

বলি পিরের কথন।[২]
দুনিয়াতে নাহি আছে তিনির মতন॥
তিনি মোহাদ্দেছ বড়।[২]
খাতেমুল মোহাদ্দেছীন জান বেরাদার॥
তিনি বড় মোফাচ্ছের।
খাতেমুল মোফাচ্ছেরীন জান ভাই মোর॥
তিনি আলেম ... ভারি।[২]
দুনিয়াতে নাহি আছে কেহ বরাবরি॥
তিনি বড় দিনদার।[২]
তারিফ করিতে নারি জুগ্যতা আমার॥
তিনি আওলাদে রসূল।[২]
আল্লার দরবারে তিনি বড়ই মকবুল॥
তিনি রসূলের পিয়ারা।[২]
তিনির ... আছে পৃথিবীতে ভরা॥
কত হাজার ...
তিনির ... আলেম দুনিয়া মাঝার॥
গেল মোহাদ্দে... হয়া।[২]
হেদায়তের রাস্তা নিল খুজিয়া॥
তিনি দিল্লীর বাসেন্দা।[২]
এবাদতে মন তিনির সদা থাকে জেন্দা॥
তিনি পড়েন তাহাজ্জদ।[২]
বহুত ২ রাজি আছেন মাবুদ॥
তিনি ছৈয়েদে জাহান।[২]
মওলানা মুরসেদ মেরা নজির হুছেন॥

মওলানা এলাহী বখশ কলিকাতা মাদ্রাসায় পাঠ্যাবস্থায় আহলে-হাদীস মতবাদের সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ পান। তখন হইতেই উক্ত মসলকের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। দেওবন্দে হাদীস পাঠকালে হানাফী মযহবের বিভিন্ন মসআয়ালার সহিত সহীহ হাদীসের বিরোধিতা লক্ষ করিয়া হাদীসের অনুসরণের দিকে ঝুকিয়া পড়েন। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন হইতেই তিনি আহলে-হাদীস মতের স্পষ্ট নিয়ম পদ্ধতির অনুসরণ করিতে থাকেন। প্রকৃত সত্যকে চোখে দেখিয়া উপলব্ধির করার করার মত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার

www.ahlehadeethbd.org

Contents



তিনি অধিকারী ছিলেন এবং উহা বাস্তবে স্বীকার করার মত সৎসাহসও তিনি অর্জন করিয়াছিলেন। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই ভীতি ও লাজ তাঁহার প্রকাশ্যে সত্য বরণকে দমিত করিতে পারে নাই।

দিল্লীর প্রখ্যাত হাদীস শিক্ষক মওলানা সৈয়েদ নযীর হুসেন "মিঞা সাহেবের" সনাম তখন ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁহার শিষ্যত্ব বরণ এবং তাঁহার নিকট হাদীস অধ্যয়ন ও তাঁহার ফয়েয লাভে ধন্য হওয়ার আকাঙ্খা এই সত্যাগ্রহী যুবক শিক্ষার্থীকে উদগ্রীব ও উন্মনা করিয়া তোলে। দেওবন্দের পড়া শেষ করিয়া তাই তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে দিল্লী গমন করেন এবং মিঞা সাহেবের ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া ভর্তি হন। পরম আগ্রহের সঙ্গে তিনি তাঁহার নিকট সম্ভবতঃ বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ পাঠ করেন এবং তাঁহাকে তাহার অধ্যাত্মিক গুরুরূপে বরণ করিয়া দীর্ঘদিনের হৃদয়ের আশা পূরণ করেন। মিঞা সাহেব তদীয় ছাত্রের মেধা ও হাদীসানুরাগে মুগ্ধ হন। মওলানা এলাহী বখশ স্বীয় উস্তাদের অনন্যসাধারণ হাদীসের জ্ঞান গভীরতায় বহু অজ্ঞাত রত্নের সন্ধান লাভ করেন। তাঁহার মনের সমস্ত কুজ্ঝটিকা দূরীভূত হয়, তকলিদে শখছীর অসারতা এবং আহলে হাদীস মত ও পথের নির্ভেজাল বিশুদ্ধতায় তাহার হৃদয় মন আলোকদীপ্ত হইয়া উঠে। উস্তাদের আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। সত্যিকার তাকওয়া ও পরহেযগারী কাহাকে বলে তাঁহার ঘনিষ্ট সাহচার্যে তাহা প্রত্যক্ষ করার এবং স্বীয় জীবনে তাহা অনুসরণের প্রেরণা তিনি লাভ করেন। উত্তর কালে মওলানা এলাহী বখশ তাকওয়ার যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া যান তাহা তাঁহার মুকাররম উস্তাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসেনের অন্যান্য প্রতিভাশীল ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের ন্যায় মওলানা এলাহী বখশও কোরআন হাদীসের অবিকৃত সত্য সনাতন শিক্ষাকে শির্ক ও বিদ্আত প্লাবিত ও তকলিদ উষর জন্মভূমিতে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এক দুর্বার বাসনা ও দুর্জয় সঙ্কল্প লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরার সময় তাঁহার পিতার প্রেরিত খরচের টাকা হইতে সযত্ন সঞ্চিত অর্থের দ্বারা তফসীর, হাদীস, হাদীসের ভাষ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বহু কেতাব এবং অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া আনেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আরও বহু কেতাব ক্রয় করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, কেতাব মুতালাআর প্রতি তাঁহার অনুরাগ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বজায় ছিল। তিনি এইসব কেতাব গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে শুধু অধ্যয়নই করেন নাই, অনেক কেতাবের হাশিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হস্ত লেখাও ছিল অতি সুন্দর। তাঁহার সমুদয় কেতাবই তাঁহার পুত্রদের নিকট সুরক্ষিত রহিয়াছে।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তদানীন্তন যুগে প্রচলিত শের্ক বিদআতের বিরুদ্ধে মওলানা এলাহী বখশ প্রচার শুরু করিয়া দেন। তিনি তকলীদের বিরুদ্ধে তাঁহার মনোভাব এবং হাদীসের সরাসরি অনুসরণের প্রতি অনুরাগ দেশে ফিরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করিয়া দেন নাই। এজন্য প্রথমে তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যখন তিনি অবস্থা কতকটা তাঁহার অনুকূল মনে করিলেন তখন এইদিকে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথম তিনি

www.ahlehadeethbd.org

Contents



তাঁহার পিতা এবং মাতাকে আহলেহাদীস মতবাদে দীক্ষা প্রদান করেন, তৎপর আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া পড়শীদিগকে আহ্বান জানান। তাঁহার স্বগ্রাম শরীফপুরের মুসলমানগণ দুই এক জন করিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর পার্শ্ববর্তী জামালপুর—বেপারীপাড়া, কেন্দুয়া, হাজিপুর, ফুলারপাড়া, কৃষ্ণপুর প্রভৃতির মুসলমানগণ উক্ত মত গ্রহণ করিলেন। অবশ্য যত সহজে উহা বলিয়া ফেলিলাম তত সহজে উহা সম্পন্ন হয় নাই। এজন্য বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইয়াছিল, বহু মামলা মোকদ্দমায় জড়াইয়া তাঁহাকে হয়রাণ পেরেশান করা হইয়াছে—এমন কি তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টাও হইয়াছে—কিন্তু সত্যের নির্ভীক প্রচারক শত ভয়ভীতি, বহু হয়রাণ পেরেশানীতে এক মুহূর্তের জন্যও দমিত হন নাই। ধীরে ধীরে আল্লার রহমতে সমস্ত বিপদজাল ছিন্ন হইয়াছে, বিপক্ষ দলের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া—তাঁহার প্রচেষ্টা বহুলাংশে সফল হইয়াছে। শত্রু মিত্রে পরিণত হইয়াছে। একদা যাহারা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে, তাহারাই অবশেষে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছে—তাঁহার সমর্থক, শিষ্য, সাহায্যকারীতে পরিণত হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রাম ছাড়াও এলাহী বখশ তাঁহার ব্রত প্রতিপালনের জন্য শরিষাবাড়ী অঞ্চলের দিকে গমন করেন। এই অঞ্চলে পূর্ব হইতেই অনেকে অনেকে আহলেহাদীস ছিলেন। সাতপোয়া প্রভৃতি গ্রামের অনেক লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও শিষ্যত্ব বরণ করেন। এই অঞ্চলের ধানাটা গ্রামে তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উহার প্রথম উস্তাদ পদেবরিত হন। পরে তাঁহার সহপাঠি মওলানা সৈয়েদ আলী এবং মাদারখোলের মওঃ আবদুল গফুর তাঁহার সহকর্মী রূপে যোগদান করেন। মওলানা সাহেবকে তবলীগের কাজে অন্যান্য জিলায় সফর করার প্রয়োজন ঘটিলে উক্ত মাদ্রাসা পরে মওলানা আবদুস সবুর কর্তৃক লালপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। কালক্রমে উহা আরামনগর মাদ্রাসায় রূপান্তরিত হয়। শরিষাবাড়ী আরামনগর আলীয়া মাদ্রাসা নামে যে প্রতিষ্ঠান বর্তমানে উন্নতির শীর্ষ সীমায় পৌছিয়াছে উহার গোড়া পত্তন এবং পরবর্তীকালে সাহায্য সহযোগিতায় মওলানা সাহেবের অবদান উল্লেখ-যোগ্য।

মওলানা মরহুম ধর্মকর্মে অধঃপতিত মুসলিম সমাজের ইসলাহ বা সংস্কার এবং কোরআন ও হাদীসের শাশ্বত বাণী প্রচার ময়মনসিংহ জিলার বিভিন্ন ইলাকা, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া এবং আসামের গোয়ালপাড়া জিলার বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার মূল্যবান, শ্রুতিমধুর এবং প্রাণঢালা ওয়ায নসিহতে—এইসব জিলার অসংখ্য গ্রামের মুসলিম অধিবাসী হেদায়েতের আলোক লাভে ধন্য হন। শের্ক ও বিদআতের উৎপাটন, সামাজিক বহুবিধ অনাচার দূরীকরণ, যুগ যুগ প্রচলিত তকলীদের মায়া বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া যে সব গ্রাম খালেস আহলে হাদীস মতবাদ গ্রহণ করিয়া মওলানা সাহেবকে দীনী পেশওয়ারূপে বরণ করেন তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। নিম্নে মাত্র কতিপয় গ্রামের নাম উল্লেখ করিতেছি।

**জিলা ময়মনসিংহ ঃ**

জামালপুর মহকুমার ঃ শাবাজপুর, বানিয়া বাজারের অংশ বিশেষ, জামালপুর বেপারী পাড়া, কেন্দুয়া, হাজীপুর, কৃষ্ণপুর ফুলার পাড়া, সাতপোয়া, ধানাটা, ঘোড়াদপ, চিথলিয়া, শিল্পের কান্দা, কচুয়ার পার, শেখবাড়ী, কুতুববাড়ী, বামনের চর, কাজাই কাটা, বানেশ্বরদী

**ময়মনসিংহ সদর ঃ**

বুড়োর চর, শ্রীগলাদি চর, গোয়াডাঙ্গা, চর নিয়ামত প্রভৃতি

**রংপুর জিলা ঃ**

হারাগাছ অঞ্চল, রক্তমারী, বাটকে মারী, প্রভৃতি

**বগুড়া ঃ**

রানীর পাড়া, প্রভৃতি

**রাজশাহী জিলা ঃ**

কালিগঞ্জ, ছাতনী, হরিশপুর, গোয়ালিয়া, মেরেট, গজমতখালী, শিমলা, ভরট, রামপুর, পাথার, চৌজা, রতন ভাই গোকুল, চানোর, মাদার পুর, মজীদপুর বাকাপুর, চাকদহ, খাগড়া, দুর্গাপুর শ্রীকলা, শুকা, ডেংড়া, কৃষ্ণপুর, দাওয়াইল, কাঁচড়া, হরিপুর, মালঞ্চি হাটোর, লাউডাঙ্গা, পাকুড়িয়া প্রভৃতি।

**গোয়াল পাড়া ঃ**

কাখড়িপারা, কুচবাড়ী, খোদাইমারী, মির্যার চর প্রভৃতি।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

# রামাযানের রোযা ও তাসাওউফ

— ইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,

তাসাওউফের স্বরূপ ও ইসলামে তাসাওউফের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পরে তাসাওউফের পরিপ্রেক্ষিতে রামাযানের রোযা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

দেহ, প্রাণ, আত্মা এই তিনের সমন্বয়ে মানুষকে পয়দা করা হইয়াছে। মানুষ ছাড়া সব পশুরই দেহ ও প্রাণ আছে, আত্মা নাই। আর ফিরিশতাদের প্রাণ ও আত্মা আছে তাহাদের দেহ নাই। কাজেই, দেখা যায়, মানুষ, পশু ও ফিরিশতা সকলেরই প্রাণ আছে। তারপর মানুষের আরও রহিয়াছে দেহ ও আত্মা উভয়ই। কিন্তু পশুর নাই আত্মা আর ফিরিশতার নাই দেহ।

তারপর, দেহ ও প্রাণ একে অপরের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কাজেই যাহারই দেহ আছে তাহারই দেহ রক্ষার উপরে তাহাদের প্রাণ রক্ষা নির্ভর করে এবং প্রাণ রক্ষিত থাকিলে তবে দেহ কায়িম থাকে। কাজেই মানুষ ও পশুর প্রাণ রক্ষার জন্য তাহাদের দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার এবং অভাব পূর্ণ করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় কেবল মাত্র তাহার দৈহিক অভাব পূর্ণ করিলেই তাহার কর্তব্য সমাধা হয় না—কারণ, তাহার মধ্যে যে রহিয়াছে আত্মা। তাই, মানুষকে তাহার আত্মিক প্রয়োজনও মিটাইতে হয়।

তারপর, মানুষ যেহেতু দেহ, নফস ও রূহ এই তিন দিয়া গঠিত, কাজেই তাহার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে এই তিনের যোগ ও প্রভাব অবশ্যই পাওয়া যাইবে। ঐ যোগ ও প্রভাব ন্যায়ও হইতে পারে অন্যায়ও হইতে পারে; ভালও হইতে পারে মন্দও হইতে পারে। তাই, মানুষের দেহ, প্রাণ ও আত্মার সহিত তাহার কর্মাবলীর ন্যায়সঙ্গত যোগসূত্র যাহাতে কায়িম হয়—মানুষের দেহ, প্রাণ ও আত্মা যাহাতে মানুষের কার্যাবলীকে সকল প্রকার অনাচার ও অন্যায় হইতে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হয়, তাহারই নির্দেশ ও ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে ইসলামী শারী'আতের মধ্যে। মানুষের প্রাণের সহিত তাহার কাজের যে যোগসূত্র যুক্ত করার ব্যবস্থা শারী'আতে দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম 'ঈমান'—তাহার দেহের সহিত তাহার কাজের যে যোগসূত্র মিলিত করার ব্যবস্থা শারী'আতে করা হইয়াছে তাহাকে বলা হইয়াছে 'ইসলাম'; আর তাহার আত্মার সহিত তাহার কাজের যে যোগসূত্র স্থাপিত করার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে তাহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে 'ইহসান'।

এই 'ইহসানই' তাসাওউফের আলোচ্য বিষয়বস্তু। আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের উপায় বলিয়া দেওয়াই হইতেছে তাসাওউফের মূল ও প্রধান কাজ। কিন্তু আত্মা যেহেতু দেহ ও নফসের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না, কাজেই দেহ ও নফস উভয়েরই কর্ম-পদ্ধতি আলোচনাও তাসাওউফের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠে। তাই, তাসাওউফ নির্দেশ দিয়া থাকে—কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে দেহকে অন্যায় ভোগাদি হইতে বিরত রাখিয়া সঙ্গত ভোগে নিয়োজিত করা যাইতে পারে; কোন্ কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে নফসকে কুপ্রবৃত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সৎবৃত্তিগুলির তাবেদার

www.ahlehadeethbd.org

ও বশীভূত করা যাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করিলে আত্মাকে ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার, ভিত্তিহীন বিশ্বাস প্রভৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া খাঁটি, বাস্তব বিশ্বাসে ও সৎচিন্তায় নিমগ্ন রাখা যাইতে পারে। ইহাই হইতেছে তাসাওউফের বাস্তব ও খাঁটী রূপ।

অধুনা প্রচলিত মুরাকাবা, মুশাহাদা, কল্বে আল্লাহ জারী করা প্রভৃতি তথাকথিত সাধনা পদ্ধতিগুলির সহিত তাসাওউফের কোনই সংশ্রব নাই। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী ও তথ্যদর্শীর মতে আধুনিক এই সাধনা পদ্ধতিগুলি হিন্দু সাধকদের যোগ সাধনার উপরে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। যাহা হউক, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, এই সাধনা পদ্ধতিগুলি মোটেই তাসাওউফ নয়, তাসাওউফ এসব হইতে বহু উর্দ্ধে। সেই ইহসানই বাস্তব, নির্ভেজাল তাসাওউফের ভিত্তি যে 'ইহসান' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছিলেন :

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ .

আল্লার ইবাদত কালে "তুমি আল্লাহকে দেখিতেছ" এই ভাবটি যদি তোমার অন্তরে বিরাজ করে তবে 'তোমার ইবাদতে ইহসান পাওয়া গেল' বলা যাইতে পারে। ঐ ভাবটি যদি তোমার অন্তরে উদয় না হয় তবে "আল্লাহ তোমাকে দেখিতেছেন" অন্ততঃ এই ভাবটি তোমার অন্তরে বিরাজ করা উচিত। ফল কথা, আল্লার ইবাদত কালে—শরীআতের যাবতীয় আহকাম পালন কালে—সাংসারিক, পারিবারিক সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সমূহ এবং কৃষি, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন কালে আল্লাহকে হাযির নাযির জ্ঞানে সকল কাজ করিয়া চলার নাম ইহসান।

তাসাওউফের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমান ও নামাযের আলোচনা ইনশা আল্লাহ পরে করিব। এখন রামাযানের রোযার আলোচনা করিতেছি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাণের সহিত কার্যের যোগসাধনের নাম 'ঈমান'—তাই প্রথমে রামাযানের রোযার বাস্তবতায় ঈমান আনিয়া রামাযানের রোযার সহিত প্রাণের যোগসাধন করিতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক সাবালক নরনারীর পক্ষে রামাযানের রোযা অবশ্য পালনীয়। এই বিশ্বাস যাহার মধ্যে নাই সে মুমিনই নয়।

তারপর দেহের সহিত কার্য্যের সংযোগকে বলা হয় 'ইসলাম'। তাই দ্বিতীয় স্তরে, রোযা পালনের জন্য দৈহিক যাহা কিছু করা প্রয়োজন হয় তাহা করিতে হইবে। রসূলুল্লাহ সঃ যে ভাবে রামাযানের রোযা পালনের নির্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি নিজে যেভাবে রোযা পালন করিয়া দেখাইয়াছেন, রামাযানের রোযা সেইভাবেই পালন করিতে হইবে। শেষরাত্রে সুবহে সাদিকের যথা সম্ভব অব্যবহিত পূর্বে পানাহার প্রভৃতি দৈহিক ভোগাদি সমাপ্ত করিয়া সারাদিন দৈহিক ভোগাদি হইতে বিরত থাকিয়া সূর্যাস্তের পরে যথাসম্ভব শীঘ্র পানাহার আরম্ভ করিতে হইবে।

সর্বশেষে রামাযানের রোযা সম্বন্ধে 'ইহসানের' কথা—রামাযানের রোযা সম্পর্কে ইহসান বা তাসাওউফের আলোচনা অতি দীর্ঘ। সংক্ষেপে যৎ কিঞ্চিৎ আভাষ দিবার চেষ্টা করিতেছি।

দেহ ও আত্মা এই বস্তু দুইটি পরস্পর-বিরোধী স্বতন্ত্র দুইটি সত্বা। একটি পশুর মত শরীরী, কিন্তু অপরটি ফিরিশতার মত অশরীরী। আত্মার মূল আবাস দেহ নয়—দেহ হইতেও পারে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে আত্মাকে

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িকভাবে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

তারপর, আত্মার নির্ভর হইতেছে প্রাণ। প্রাণ যে দেহে নাই সে দেহে আত্মা থাকিতে পারে না। দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও চলিয়া যায়। কাজেই দেখা যায়, মানুষের আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহার প্রাণের উপরে—এবং তাহার প্রাণের অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহার দেহের অস্তিত্বের উপরে—আর তাহার দেহের অস্তিত্ব নির্ভর করে দৈহিক ভোগাদির উপরে। ফলে, প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের রূহকে দৈহিক ভোগাদির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। কিন্তু দৈহিক ভোগাদি রূহের উৎকর্ষ সাধনের পথে ঘোর অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে বলিয়া মানুষের ভোগাদিকালে আত্মা বিষম বিপাকে পড়িয়া প্রমাদ গণিতে থাকে। কারণ দৈহিক ভোগাদি আত্মার অনাবিল সত্তাকে কলুষিত করে বলিয়া দৈহিক ভোগাদির সংস্পর্শে আসিয়া আত্মার অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আত্মার এই সর্বনাশকারী বিপদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য শরী'আত যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছে তন্মধ্যে রামাযানের রোযা পালন যে অন্যতম প্রধান ব্যবস্থা—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

রামাযানের সিয়াম পালনকালে মানুষকে সারাদিন ধরিয়া দৈহিক ভোগাদি হইতে বিরত থাকিতে হয়। উহার ফলে আত্মার উপর দেহ ও নফসের কুপ্রভাব কতকটা প্রশমিত হয়। তারপর রামাযানের রোযা পালনকালে মিথ্যা-কথন, পরনিন্দা, গা'লাগালি, ঝগড়া-ঝাঁটি, মন্দ খেয়াল, অসৎ চিন্তা ইত্যাদিও পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সকল বিরতি ও ত্যাগের ভিতর দিয়া রূহের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। দৈহিক ভোগাদি হইতে বিরত থাকা হইতেছে রামাযানের রোযার দেহ মাত্র; পঞ্চেন্দ্রিয় ও নফসকে অন্যায় কাজ ও অসৎ প্রবৃত্তি হইতে সামলাইয়া রাখা হইতেছে রামাযানের রোযার প্রাণ, এবং আত্মাকে আল্লার সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে বিলীন করাই হইতেছে রামাযানের রোযার আত্মা। তাই আল্লাহ তা'আলা সিয়াম-পালনের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"তোমরা যাহাতে তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পার।"

তাক্ওয়া হাসিল করাই হইতেছে সিয়ামের লক্ষ্য—আর তাক্ওয়ার স্থান দেখাইতে গিয়া রাসূলুল্লাহ সঃ কাল্ব বা অন্তঃকরণের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলেন

التقوى هٰهنا

"তাক্ওয়া থাকে এইখানে।" কাজেই যে সিয়ামের ফলে অন্তরে তাক্ওয়ার উদয় হয় না—যে সিয়াম পালন সত্বেও মানুষ আল্লার আদেশ-নিষেধের বিরোধী নফসানী যিদকে প্রাধান্য দেয় তাহার সিয়াম-পালন আল্লার আদিষ্ট সিয়াম-পালনের বিরোধী বলিয়া উহা আল্লার দরবারে কবুল হওয়ার অযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সঃ-র হাদীসে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থে আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

من لم يدع قول الزور والعمل

به فليس لله حاجة ان يدع طعامه

وشرابه.

www.ahlehadeethbd.org

"যে ব্যক্তি মিথ্যা-কথন ও মিথ্যা-কথন অনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ করে না আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাহার পানাহার ত্যাগ করিবার কোনই মূল্য নাই।"

তারপর বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন ;

الصوم جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب

"রোযা হইতেছে সকল অন্যায় প্রতিরোধ-কারী ঢাল। অতএব কোন দিন যদি তোমাদের কাহারও রোযার দিন হয় তবে সে রোযা অবস্থায় অশ্লীল কথাও বলিবে না এবং বাজে কথাও বকিবে না।"

তাসাওউফ-গুরু ইমাম গাযালী রহঃ-র মত এই যে, "অন্তর পরিশুদ্ধ রাখিতে না পারিলে রোযা শুদ্ধই হয় না।" নিজ মত বর্ণনা করিবার পরে তিনি আবার বলেন, "নির্দিষ্ট কাল ধরিয়া কেবলমাত্র দৈহিক ভোগাদি হইতে বিরত থাকিলেই রোজা সহীহ হয়" বলিয়া আলিমগণ যে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহার তাৎপর্য এই যে, রূহানী উৎকর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে এবং সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যেসকল সাধারণ মুসলিম অক্ষম তাহাদের রোযা ঐ অবস্থায় শুদ্ধ হইবে। কারণ

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

"কোন মানুষকে আল্লাহ ঐ মানুষের সাধ্য মত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের আদেশ করেন না।"

তত্ত্বজ্ঞানী আলিমদের মত এই যে, কেবলমাত্র দৈহিক ভোগাদি হইতে বিরত থাকিলে রোযার ফরযটি আদা হইবে মাত্র ; কিন্তু রোযার যে সব ফযীলতের কথা হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা পাওয়া যাইবে না। রোযার ফযীলত হাসিল করিতে হইলে রোযার মধ্যে প্রাণ ও আত্মার সঞ্চার করিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

# ইমাম ইউসুফ বিন ইয়াহ্ইয়া বুওয়ায়তী (রহঃ)

—এ, কে, মুহাম্মদ হোসাইন বাসুদেবপুরী।

এই শাস্ত্রবিদ মহাপণ্ডিত মিসরের অন্তর্গত বুওয়ায়ত নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ইউসুফ বিন্ ইয়াহ্ইয়া এবং উপনাম (কুনিয়াত) আবু ইয়াকুব। তিনি ইমাম বুওয়ায়তী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২৩১ হিজরী সালে বিশ্ব বিশ্রুত মহানগরী বাগ্দাদের বন্দীশালায় কারারুদ্ধ অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

ইমাম বুওয়ায়তী ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) নিকট পবিত্র হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁহার মেধা ও প্রতিভা বলে তাঁহার যাবতীয় শিষ্য ও ছাত্রদের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিতে সমর্থ হন। শ্রদ্ধেয় উস্তাযের জীবদ্দশাতেই তিনি শাস্ত্রজ্ঞানে এতদূর কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন যে, যখনই কেহ কোন মস্আলা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ইমাম শাফেয়ীর নিকট আগমন করিত, তখনই তিনি ইমাম বুওয়ায়তীকে তাহার উত্তর দানের জন্য নির্দেশ দান করিতেন। এমন কি হুকুমতের পক্ষ হইতেও যদি ইমাম শাফেয়ীকে কোন মসআলার উত্তর প্রদানের জন্য আবেদন জানান হইত, তবুও তিনি ইমাম বুওয়ায়তীর দিকে ইঙ্গিত প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন, ইমাম বুওয়ায়তী আমার মুখপত্র স্বরূপ।

ইমাম শাফেয়ীর (২০৪ হিঃ) পরলোক গমনের অনতিকাল পরেই এই ভুবন-বিখ্যাত মহাপণ্ডিত তাঁহার স্থলাভিষিক্ত রূপে বরিত হন। তিনি তদীয় প্রিয় উস্তাযের ন্যায় যথাযথরূপে অধ্যাপনা ও ফতুয়া প্রদানের কার্য অতি দক্ষতার সহিত আনজাম দিতে থাকেন। ইমাম রাবী' বিন সুলায়মানের উক্তি মতে তিনি সাধারণতঃ পবিত্র কোরআন হইতে উত্তর প্রদান ও প্রমাণাদি পেশ করিতেন।

তদীয় সন্তান ইয়াকুব বিন ইউসুফ বর্ণনা করিতেছেন—আমার শ্রদ্ধেয় পিতা কোরআন ও হাদীস হইতে অধিকাংশ মসআলার সমাধান করিতেন। এই হেতু ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যগণের মধ্যে তিনি উচ্চমর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হন। যখন তিনি কোরআন ও হাদীস হইতে কোন মসআলার উত্তর সমাধানে অক্ষম হইতেন তখন একান্ত নিরুপায় হইয়া কিয়াছ ও রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কার্যক্ষেত্রে তিনি কিয়াছ ও রায় অতি অল্পই ব্যবহার করিয়াছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতার পরিচয় ইহা হইতে সম্যক উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে বিখ্যাত মুহাদ্দিস কাসেম বিন মগিরা জওযারী, ইবরাহীম বিন ইসহাক আলহরবী, আহমদ বিন মন্সুর মা'বী এবং মুহাদ্দিস আবু ঈসা তিরমিযীর ন্যায় হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমামগণও তাঁহার নিকট হইতে হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

ইমাম ইউসুফ বুওয়ায়তী অত্যন্ত ধর্ম-পরায়ণ ও খোদাভক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি সর্বদা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যান ধারণায় ও কোরআন পাঠে মশগুল থাকিতেন। ইহাই তাঁহার একমাত্র প্রিয় ও প্রধান কার্য ছিল। ইহা ছাড়া তিনি অন্তরে শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না।

ইমাম বুওয়ায়তীর সঙ্কলিত বুওয়ায়তী নামক গ্রন্থখানি ফিকহ শাস্ত্রের একখানা বিশ্বস্ত গ্রন্থরূপে পরিচিত। ছহীহায়ন সঙ্কলনের পূর্বে ইহা একখানা প্রামাণ্য ও নির্ভুল গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত।

একদা ইমাম মযনী, বুওয়ায়তী এবং রাবী' বিন সুলায়মান হযরত ইমাম শাফেয়ীর খেদমতে উপবিষ্ট ছিলেন; ইমাম শাফেয়ী তাঁহাদের তিন জনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—রাবী' বিন সুলায়মান হাদীস শিক্ষার্থী রূপে মৃত্যু বরণ করিবে, মযনী তর্কযুদ্ধে শয়তানকে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলিবে এবং ইউসুফ বুওয়ায়তী শাসকের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents



কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং বন্দী অবস্থায় তথায় জীবন দান করিবে। আল্লাহর অপার মহিমা, ইমাম শাফেয়ীর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল।

ইমাম ইউসুফ বুওয়ায়তী আব্বাসিয়া খলিফা ওয়াসেক বিল্লাহর নিষ্ঠুর আদেশ ক্রমে কারারুদ্ধ হন এবং ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) সাহেবের ন্যায় অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়া বাগদাদের নির্জন কারাকক্ষে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ইমাম বুওয়ায়তীর এই মর্ম বিদারক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ: যে সময় খলীফা ওয়াসেক বিল্লাহ ইমাম ইউসুফ বুওয়য়াতীর নিকট হইতে খল্‌কে-কোর-আন বা কোরআন আল্লার সৃষ্ট এই মতবাদের স্বীকৃতি লাভের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন এবং এই ভ্রান্ত মতবাদ সাধারণ্যে প্রচার করিবার দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে প্রয়াস পান, সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে সত্যের সাধক ইমাম ইউসুফ বুওয়ায়তী খলীফার এই অন্যায় ও শরীঅত-বিরোধী আদেশ নির্ভীক চিত্তে প্রত্যাখান করেন। এই হেতু খলীফা তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য কঠোর আদেশ জারী করেন। খলীফার এই নিষ্ঠুর আদেশে বন্দী হইয়া প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁহাকে বাগদাদের কারাগারে প্রবিষ্ট হইতে হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী রাবী বিন্ সুলায়মান এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ইমাম বুওয়ায়তীর কণ্ঠদেশে লৌহ তওক পরাইয়া এবং তওকের মধ্যস্থলে অর্দ্ধমণ পরিমিত ওজনের লৌহজিঞ্জির লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই ভারী জিঞ্জিরের চাপে তাঁহার স্কন্ধদেশ নিম্নদিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। পদ যুগলে লৌহ শৃঙ্খল পরাইয়া এবং খচ্চরের উপর উপবেসন করাইয়া প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় তাঁহাকে বাগদাদের রাজপথে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার, অসহনীয় নির্যাতন ও অসহ্য ক্লেসের মধ্যেও তিনি উচ্চরবে খল্‌কে কোরআনের প্রতিবাদ করিয়া যাইতেছিলেন। তিনি জন-সাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, ভ্রাতৃগণ; আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন "কুন্' শব্দ দ্বারা সমগ্র মখলুকাতকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব যদি আল্লাহর বাণী "কুন্" শব্দটীকে সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সমগ্র মখলুকাতকে এক সৃষ্টেরই সৃষ্টি বলিয়া অবশ্যই মান্য করিয়া লইতে হইবে। আল্লার শপথ, আমি এই শৃঙ্খলিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত, তথাপি এই অন্যায় ও ধর্ম বিরোধী আকীদা কখনই স্বীকার করিয়া লইতে পারিব না। আপনারা অবগত হউন, আমি একমাত্র জ্ঞান বহির্ভূত ও শরিঅত-বিরোধী আকীদা অস্বীকার ও অমান্যের কারণে বন্দী অবস্থায় মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছি"।

বর্ণনাকারী রাবী' বিন্ সুলায়মান বলিতেছেন—আমি একদিন তাঁহাকে কারাগারে দেখিতে পাইলাম---তাঁহার পদদ্বয় অর্ধ-হাঁটু পর্যন্ত শৃঙ্খলিত রহিয়াছে, এবং হস্তদ্বয় স্কন্ধের সহিত সুদৃঢ়ভাবে বাঁধা রহিয়াছে। এহেন—অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি মুহূর্তের জন্য আল্লার যিক্‌র হইতে বিরত হন নাই। আমি দেখিলাম তিনি কোন সময় তন্ময় হইয়া নমায পাঠে রত রহিয়াছেন আবার কোন সময় কোরআন তেলাওয়াতে মশ্‌গুল রহিয়াছেন।

ইমাম ইউসুফ বুওয়ায়তী কারাগারের কঠোর শাস্তি ও দুর্বহ যন্ত্রণা সহ্য করিবার যে অসাধারণ শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন তাহা বর্ণানাতীত। ইমাম বুওয়ায়তী স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন—আমি কোন কোন সময় আমার পরিহিত তওক লৌহ ও জিঞ্জিরের ভারত্বের কথা বেমালুম ভুলিয়া যাইতাম বরং কখন কখন সেগুলি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেখিতাম, উহা আমার শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে, না নাই।

আল্লাহর ইবাতদ ও উপাসনার প্রতি তাঁহার এত গভীর অনুরাগ ও প্রগাঢ় আসক্তি ছিল যে, যখনই কারাগারে জুমআর আযান তাঁহার কর্ণ-গোচর হইত তখনই তিনি অবগাহন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন পূর্বক নামাজের জন্য কারাগারের দ্বার দেশে উপস্থিত হইতেন। দ্বারবান তাঁহার পথ রুদ্ধ

www.ahlehadeethbd.org

করিয়া গমন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত; তদুত্তরে তিনি বলিতেন—মহান আল্লাহর তরফ হইতে আহ্বায়কের ডাক শুনিয়া আমি তথায় গমণ করিতেছি। তাঁহার এই উত্তরে তাঁহাকে আর অগ্রসর হইবার অবসর না দিয়া পশ্চাদাবর্তনে বাধ্য করা হইত। তখন তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ও সজল নয়নে এই বলিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন—প্রভু! তুমি আমার দুঃসহ অবস্থার বিষয় সম্যক অবগত রহিয়াছ, আমি তোমার আদেশ পালনের জন্য অবনত মস্তকে হাঁটিয়া চলিয়াছি, আর এই যালিমেরা আমার পথ রুদ্ধ করিয়া আমাকে তোমার সান্নিধ্যলাভ হইতে দূরে হাঁকাইয়া দিতেছে।

## কারাগারে ইমাম বুওয়ায়তীর প্রচার কার্য্য।

হজরত ইউসুফ (আ:) কে যে সময় মিসরের কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল, সেই সময় তিনি কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে তওহীদের বাণী প্রচার করিতেন। তিনি তাহাদিগকে শির্ক ও কুফর হইতে বিরত থাকিবার জন্য উপদেশ দান করিতেন। তাঁহার অনুপম উপদেশে বহু সংখ্যক মুশরিক মুওয়াহ্হিদ্ হইয়া আল্লার শাশ্বত ধর্ম-দীনেইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তদানুরূপ যখন ইমাম ইউসুফ বিন্ ইয়াহইয়া বুওয়ায়তীকে কারাগারে বন্দী রাখা হয়, সেই সময় তিনিও কয়েদীগণকে তওহীদ ও সুন্নাহ্র শিক্ষাদানের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইব্নে ইসহাক হরবী লিখিয়াছেন, ইমাম ইউসুফ বুওয়ায়তী যখনই আল্লার যিক্র ও ইবাদত হইতে অবসর পাইতেন তখনই তিনি কয়েদীদিগকে কোরআন ও সুন্নাহর দরস প্রদান করিতেন এবং তওহীদের উপদেশ দানে আপ্যায়িত করিতে থাকিতেন।

বাগদাদের কারাগারে ইমাম বুওয়ায়তীর সহিত হানিফ বিন্ শায়ে' নামক জনৈক কয়েদী অবস্থান করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেছেন—আমি বাগদাদের কারাগারে অবস্থান কালে ইমাম বুওয়ায়তীর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করিতাম। তিনি কয়েদীগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেন, তোমরা তওহীদের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে—শির্ক-বিদ্আত হইতে বাঁচিয়া চলিবে এবং মুহদছাত" বা নবাবিষ্কৃত কার্য্য হইতে দূরে অবস্থান করিবে।

এক দিবস কারাগারের জনৈক কর্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন! নবাবিষ্কৃত কার্যের তাৎপর্য কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন—আল্লহর মহাগ্রন্থ কোরআন ও হযরতের (দঃ) পবিত্র হাদীস মধ্যে যাহার কোনই উল্লেখ নাই এবং লোকেরা নিজ হইতে পূন্যজ্ঞানে যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাই নবাবিষ্কৃত কার্য্য, শরিয়তের পরিভাষায় উহাই বিদ-আত নামে অভিহিত।

অতঃপর জনৈক শিক্ষিত কয়েদী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জীবন সংশয় আশঙ্কায় স্বীয় আকীদা বা ধর্ম-বিশ্বাসকে কিছু শিথিল করা চলিবে কিনা? যদি উহা ইসলামের আহকাম ও মূলনীতির বিরোধী না হয় বরং উহা শাখার মর্যাদা সম্পন্ন হয়। তদুত্তরে তিনি বলিলেন—যে শাখাগুলি মূলের সহিত সংযুক্ত নয় উহাই বিদআত নামে কথিত এবং শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহাই বর্জনীয়। আকীদা বিষয়ে মূল বস্তুটী প্রধানরূপে গণ্য, শাখাগুলি তাহার অধীন। সুতরাং কেহ মানব ভয়ে শঙ্কান্বিত হইয়া স্বীয় আকীদাকে পরিবর্তন করিলে তাহা বৈধ হইবেনা। বরং প্রকারান্তরে উহা ইসলাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়ার নামান্তররূপেই গণ্য হইবে। তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে। যেমন মো'তাযেলী আলেমগণের নিকট খলকে কোরআনের মসআলাটী শাখা বিশেষ, কিন্তু তাঁহারা উহাকে মূল হইতে অধিকতর মর্যাদা দান করিয়াছেন। এতদ্ বিষয়ে আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি নাই এবং তাঁহাদের অভিমত মান্য করিয়া লইতে স্বীকৃত হই নাই; এই অপরাধ হেতু আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে * জানিয়া রাখ,

* সন ২১৮ হিজরী সালে সর্বপ্রথম মোতাযেলী সম্প্রদায়ের নেতা কাযী আহমদ বিন দাউদ খল্কে-কোরআনের মসআলাটী আবিষ্কার করেন। ইনি খলীফা মামুনর রশীদের সহচর ছিলেন। পরে

www.ahlehadeethbd.org

Contents



জীবনাশঙ্কায় সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া অসত্যকে বরণ করিলে উহা কুফর নামেই অভিহিত হইবে। পমিনামে ইহার জন্য পার্থিব শাস্তি অপেক্ষা পরকালের সহশ্রগুণ অধিক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বন্দী জীবনের পূর্বে ইমাম বুওয়ায়তীর নিকট ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থা ও মসআলাদি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত। তিনি প্রত্যেককে কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক উত্তর প্রদান করিতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, নমাযের সঠিক ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি কিরূপ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে—

اتل ماوحى اليك من الكتاب واقم الصلوة

অর্থাৎ এই পবিত্র কোরআন যাহা আপনার নিকট প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে তাহা পাঠ করুন এবং তদানুযায়ী সঠিক ভাবে নমায আদা করুন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন যে নিয়ম ও পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছে, সেই নিয়মানুযায়ী নমায পাঠ করা উচিত। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কোরআনের মধ্যেও ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয় নাই, তিনি উত্তরে বলিলেন, নিশ্চয় দেওয়া হইয়াছে—মুখ মণ্ডল, হস্ত ও পদ দ্বয় প্রক্ষালন, মসহ করার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে এবং উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা হযরত রসূলুল্লাহর (দঃ) আচরণ এবং সাহাবাগণের কার্য বিবরণী হইতে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অতএব যেই পদ্ধতি ও নিয়মানুসারে হযরত (দঃ) এবং তদীয় সহচর বৃন্দ নমায পাঠ করিতেন উহাই সঠিক ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি। ইহা ছাড়া যে কোন পদ্ধতি হউক, তাহা কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত এবং অশুদ্ধ।

প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر

"নমায অশ্লীল ও কুকার্য হইতে বিরত রাখে" এখন প্রশ্ন এই যে, নমায কোন্ কোন্ অশ্লীলতা ও কুকার্য হইতে বিরত রাখিয়া থাকে। উত্তরে ইমাম বুওয়য়াতী বলিলেন কুকার্য ও অশ্লীলতার সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। তবে যাবতীয় কুকার্য মধ্যে শির্ক সর্ব বৃহৎ ও সর্ব প্রধান। অতএব যাহারা একনিষ্ট ভাবে খালেস অন্তঃকরণে নমায পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা সত্য সত্যই আল্লাহকে এক ও লা-শরীক মান্য করিয়া থাকে। এই হেতু তাহারা শির্ক হইতেও রক্ষা পাইয়া থাকে,

اياك نعبد واياك نستعين

আমরা একমাত্র তোমারই উপাসনা করিয়া থাকি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকি"। এই অঙ্গীকারে যাহারা আবদ্ধ হইয়া থাকে তাহারা কখনও শির্কের নিকটবর্তী হইতে পারে না।

---

খলীফা মোতাসিম বিল্লাহর সময় "কাযিউল কোযাৎ" বা চীফ জাষ্টিস পদে অধিষ্ঠিত হন। খলীফা মো'তাসিমের আদেশে তিনি তদানিন্তন উলামাগণকে এই মতবাদ গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য করেন। যাহারা উহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইল। বহুসংখ্যক উলামা প্রাণ ভয়ে নিরুদ্দেশ পথে যাত্রা করিলেন। কেহ কেহ প্রাণভয়ে লুক্কায়িত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র কারণ মযহাবী গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা ব্যতীত অন্য কিছু ছিলনা। এই অগ্নি পরীক্ষা হইতে সর্ব-জনমান্য নেতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও (রঃ) রক্ষা পান নাই। তাঁহাকেও কারারুদ্ধ করিয়া খলীফার নিষ্ঠুর আদেশে নানারূপ অত্যাচার ও শাস্তি প্রাদান করা হয়। আমরা ইনশা আল্লাহ বারান্তরে এই মহাপুরুষের নির্মম অত্যাচার কাহিনী পাঠক সমীপে উপস্থিত করিব।

খলীফা মো'তাসিম বিল্লাহের পর যখন ওয়াসেক বিল্লাহ শাসন ভার গ্রহণ করেন তখনও এই আহমদ বিন দাউদ চীফ জাষ্টিস পদে অধিষ্টিত ছিলেন। ইমাম আহমদের পর ইমাম শাফেয়ীর প্রিয় শিষ্য ইমাম ইউসুফ বিন ইয়াহইয়া বুওয়ায়তীর সহিত খলকে কোরআনের মসআলা লইয়া তাঁহার বিরোধ ঘটে। ফলে ইমাম বুওয়ায়তী তাঁহার কোপ দৃষ্টিতে পতিত হন এবং পরিনামে তাঁহারই ইঙ্গিত মতে ও খলীফার নির্দেশে তিনি বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

www.ahlehadeethbd.org

একদা কোন এক মজলিসে কতিপয় বিদ্বানের সমাবেশে এবং ইমাম বুওয়ায়তীর উপস্থিতিতে একটি মসআলা লইয়া আলোচনা চলিতে থাকে। তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকায় নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহাদের তর্কীয় বিষয়ের প্রমাণাদি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। অতঃপর বিদ্বানগণ উক্ত মসআলা সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করেন। মসআলার সমাধান কল্পে তাঁহারা প্রমাণপঞ্জী রূপে সকলেই নিজ নিজ ইজতিহাদ রায় ও কিয়াসের দ্বারা স্বকীয় দাবী প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। তাহাদের বক্তব্য পরিসমাপ্তির পর ইমাম বুওয়ায়তীকে তাঁহারা তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সর্বপ্রথম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোরআন ও সুন্নাহ হইতে অথবা সাহাবাগণের আ'সার ও উক্তি হইতে এই মসআলার সমাধান করিয়াছেন কি? তাঁহারা এক বাক্যে উত্তর করিলেন, না। তখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটী পাঠ করিয়া বলিলেন, আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত;

ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك
فى الاذلين' كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان
الله قوى عزيز .

"নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের সীমা লংঘন করিয়া থাকে তাহারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে, আল্লাহ ইহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আমি (আল্লাহ) এবং আমার রসূল জয়যুক্ত হইবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী পরাক্রান্ত।" ইহা ছাড়া সমস্তই অসার ও অনর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অতএব হে বিদ্বানমণ্ডলী! আপনারা জানিয়া শুনিয়া ভ্রান্ত পথের দিকে ধাবিত হইবেন না এবং ইচ্ছামত মনগড়া ইসতিদলাল ও প্রমাণ দ্বারা নিজের এবং অপরের আকিদাকে বিনষ্ট করিবেন না। ইসলামী শরীয়তে ইহাই বিদআত ও নবাবিষ্কৃত কার্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার অনুসরণ করা ও অপরকে প্ররোচনা দেওয়াই গোমরাহী ও বিভ্রান্তি মূলক কার্য। রসূলুল্লাহ (দঃ) এতদ সম্বন্ধে কঠোর বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এইরূপ গর্হিত কার্যাই হইতেছে কঠোর শাস্তি ভোগের ও অনলকুণ্ডে প্রবিষ্ট হইবার একমাত্র কারণ। অতএব কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত এবম্প্রকার কার্য হইতে বিরত থাকিবেন।*

শয়খ আবদুল্লাহ উম্ ইয়ানী ইমাম বুওয়ায়তীর বিখ্যাত শিষ্যগণের অন্যতম। এবং শাফেয়ী মতানুসারীগণের মধ্যে উচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ تذكرة اصحاب الشافعى মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর অধিকাংশ শিষ্যের উক্তি সমূহ এবং উপদেশাবলী সংকলন করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন— এক দিবস আমি আবু ইয়াকুব ইউসুফ বুওয়ায়তীর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম, তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীছগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছেন এবং অশ্রু-প্লাবিত নয়নে ক্রন্দন করিতেছেন। যখন আমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখন তিনি মৃদু হাস্য করিয়া এবং চক্ষের পানি মুছিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, আবদুল্লাহ! তুমি আশ্চর্যান্বিত হইবে, আমি হাদীছ লিখিবার সময় কেন ক্রন্দন করিয়া থাকি, হযরতের (দঃ) আদেশ ও নির্দেশ গুলি দেখিয়া মনে হয় মুসলমানগণের কেহ কেহ সরল পথ ছাড়িয়া ভ্রান্ত পথে কেমন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মহামূল্য মণিমাণিক্য সদৃশ হযরতের (দঃ) পবিত্র বাণী ত্যাগ করিয়া মূল্যহীন অপদার্থ কঙ্করগুলি সযত্নে কুড়াইয়া লইতেছে! পার্থিব ও পারলৌকিক কার্যে হযরতের (দঃ) পবিত্র অঞ্চলকে দৃঢ় ভাবে ধারণ না করিয়া অপরের আশ্রয় এবং সাহায্য গ্রহণ করিতেছে! ইহাদের এই আচরণ এতদূর ভয়ঙ্কর যে, ইহারই কারণে হয়ত কোন সময় উম্মতে মুসলিমার মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা বিস্তার লাভ করিবে। আমার অন্তরে এই ভাবের আবেগ উদ্রিক্ত হওয়ায় চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। আবদুল্লাহ! উম্মতের এই দলীয় বিচ্ছিন্নতা হইতে আল্লার নিকট সর্বদা আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি ইহা বলিয়া হস্তদ্বয় উঠাইয়া আল্লার দরবারে মোনাজাত করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমার দিকে লক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি, কি কার্যের জন্য তোমার

* آثار الائمة از ابن منيره

www.ahlehadeethbd.org

Contents



আগমন হইয়াছে? আমি নিবেদন করিলাম, হুযুর; আমি দীর্ঘ প্রবাসে যাইবার মনস্থ করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে কিছু মূল্যবান উপদেশ দান করুন। তখন তিনি আমার প্রার্থনা মতে নিম্নোক্ত উপদেশ গুলি প্রদান করিলেন!

### ইমাম বুওয়ায়তীর উপদেশ

"অধিকাংশ সময় আল্লাহর উপাসনায় কাটাইবে। স্বদেশে হউক, অথবা প্রবাসে, আল্লাহর যিকর হইতে গাফিল থাকিবেনা। তওহীদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কারণ ইহাই ইসলামের মূল স্তম্ভ শির্ক হইতে বাঁচিয়া চলিবে। কারণ ইহাই যাবতীয় কুকার্যের শিকড়। বিদআত হইতে দূরে প্রস্থান করিবে, ইহা সমস্ত বিপদ বিপত্তির আধার।

পবিত্র কোরআনকে কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করিবেনা। কেননা ইহা আল্লাহতায়ালার জ্যোতিঃ বা নূর। রসূলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হাদীছকে কখনও ছাড়িবে না, উহাই হিদায়ত বা পথপ্রদর্শক। নবাবিষ্কৃত কার্য বা বিদ্আত কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না, কারণ উহা গোমরাহী বা বিভ্রান্তির পথ এবং আল্লার শাশ্বত ধর্ম ইসলামের পরম শত্রু। যখন তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদের সৃষ্টি হইবে, অথবা কোন মসআলা উপস্থিত হইবে, সেই সময় আল্লাহ ও তদীয় রসুলের (দঃ) দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। অপর কাহারও দিকে—কিন্তু পরস্তর পশ্চাতে দৌড়াইবে না। কারণ অপরে যাহা কিছু বলিবে, তাহা তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং কিয়াস হইতে বলিবে—কোরআন ও সুন্নাহর সহিত যাহার কোনই সংস্রব নাই। সর্বদা আল্লার ভয়ে সন্ত্রাসিত থাকিবে, যাহারা অন্তরে খোদার ভয় পোষণ করে, তাহারা প্রকৃতত: পাপ কার্য হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে এবং আল্লাহও তদীয় রসুলের প্রদর্শিত পথ হইতে কখন বিচ্যুত হইতে পারে না।

রাবী' বিন সুলায়মান বলিতেছেন—ইমাম বুওয়ায়তী মৃত্যুর দুই দিবস পূর্বে বলিয়াছিলেন, "আলহামদো লিল্লাহ" আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন আমাকে সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে গ্রহণ করিবার পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

কাসেম জওহারী বর্ণনা করিতেছেন—আসন্ন মৃত্যু-কালে তিনি বলিয়াছেন, তোমরা সাক্ষ্য থাক তৌহিদের উপর আমার মৃত্যু হইতেছে, আমি শির্ক বিদ্আত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আমা হইতে কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন দিন কোন আচরণ অনুষ্ঠিত হয় নাই। যাহা সত্য ও সনাতন তাহাকেই অন্তরে গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহা অসত্য ও ভ্রান্তি-মূলক তাহা বর্জন ও প্রত্যাখান করিয়াছি।

www.ahlehadeethbd.org

# বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হইতে—

—আবদুল্ নঈম চৌধুরী বি, এল,

বার্ণাবাস এবং তাঁহার ইঞ্জিল সম্বন্ধে বিগত সংখ্যায় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হইতে কোন কোন অধ্যায়ের কতক বাক্য উধৃত করিয়া পাঠকগণের খেদমতে উপহার দিতেছি। উধৃত বাক্যগুলি দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে যে, বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হযরত ঈসার মানবত্ব ও বিশ্বনবী রসুলুল্লাহর (দঃ) শুভ আগমন সম্পর্কে কোরআনের সমর্থক।

মিশরের সুবিখ্যাত পণ্ডিত আল্লামা তান্তাওয়ী জাওহারী তাঁহার প্রণীত ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "তাফ্সীরে-জাওয়াহের" নামক গ্রন্থে প্রথম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন যে,—"সম্প্রতি ডক্টর খলিল বেক্ সা'আদা সাহেব বার্ণাবাসের ইঞ্জিল (Gospel) ইংরাজী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় তর্জ্জমা করেন। কায়রো শহরের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "আল্-মানারের" সম্পাদক আল্লামা মোহাম্মদ রশীদ রেযা সাহেবের সৌজন্যে তাহা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।" আল্লামা তান্তাওয়ী ঐ ইঞ্জিল হইতে আবশ্যকীয় কতক অধ্যায় তাঁহার উক্ত গ্রন্থে উধৃত করেন। ঐ উধৃত অধ্যায়গুলির বাংলা তর্জ্জমা নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রচলিত ইঞ্জিলের অনুকরণে উদ্ধৃতাংশের প্রতিটি বাক্য পৃথক নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হইল।

৭২ অধ্যায়—১। যীশু বলিলেন, তোমরা চিন্তিত ও ভীত হইও না, ২। আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করি নাই, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ৩। তিনিই তোমাদিগকে রক্ষা করেন, ৪। আমি কেবল এজন্য আসিয়াছি যেন, আল্লাহর ঐ রসুলের পথ পরিষ্কার করি, ৫। জগৎকে মুক্তি দিবার জন্য যিনি আমার পরবর্ত্তীকালে আগমন করিবেন ৬। কিন্তু প্রতারণা হইতে সাবধান থাকিও ৭। বহু ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হইবে ৮। তাহারা আমার বাক্য ব্যবহার করিবে এবং ইঞ্জিলকে কলুষিত করিবে।

৯। আন্দ্রিয় জিজ্ঞাসা করিল,—হজরত; আমাদিগকে কোন চিহ্ন বলিয়া দিন যাহা দ্বারা আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি ১০। যীশু বলিলেন, ঐ নবী তোমাদের যুগে আসিবেন না বরং তোমাদের বহু যুগ পর তিনি আগমন করিবেন ১১। তখন আমার ইঞ্জিল বাতিল হইয়া যাইবে ১২। তখন সারা পৃথিবীতে ত্রিশ জন ঈমানদারও অবশিষ্ট থাকিবে না ১৩। সে সময় আল্লাহ্ তালা জগৎ বাসীর প্রতি দয়া করিবেন এবং তাঁহার সেই রসুলকে প্রেরণ করিবেন ১৪। তাঁহার মাথার উপর শুভ্র মেঘের ছায়া হইবে ১৫। খোদার সৎ বান্দা তাঁহাকে চিনিয়া লইবে ১৬। ঐ নবী অনাচারীদের প্রতি কঠোর হইবেন ১৭। পৌত্তলিকগণকে ধ্বংস করিবেন।

১৮। আমি ইহা গোপন করিতেছি, যেহেতু ইহা তাঁহারই মারফতে প্রকাশ পাইবে ১৯। তিনি আল্লাহ্ তা'লার অসীম শক্তির বর্ণনা করিবেন। ২০। আমার সততা প্রকাশ করিবেন ২১। যাহারা আমাকে মানুষের ঊর্দ্ধে স্থাপন করিবে তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইবেন ২২। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি—তিনি বাল্যকালে জ্ঞানী হইবেন ২৩। যৌবন বয়সে জগৎবাসী তাঁহাকে অবহেলা করিতে সাহস পাইবে না ২৪। তিনি সমস্ত পৌত্তলিকগণকে শাস্তি দিবেন ২৫। আল্লাহর বান্দা মূসা নবীও বহু পৌত্তলিককে ধ্বংস করিয়াছিলেন ২৬। তিনি সকল নবীর চেয়ে বেশী উজ্জ্বল এবং ধ্রুব সত্য লইয়া আসিবেন ২৭। যাহারা পৃথিবীতে অসাধু আচরণ করিবে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন ২৮। সুতরাং পৃথিবীতে তখন পৌত্তলিকতার অবনতি দেখা যাইবে এবং "আমি একজন মানুষ" একথার স্বীকৃতি প্রকাশ পাইবে,—আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি যে, তাহাই ঐ

www.ahlehadeethbd.org

Contents



নবীর আগমনের উপযুক্ত সময়।

৮২ অধ্যায়—১। অতঃপর যীশু একটী স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—হে নারী, তুমি সামরী সম্প্রদায় ভুক্ত ২। তুমি এমন জিনিষের এবাদত কর যাহা তুমি চেন না; কিন্তু আমরা হিব্রুন, এক আল্লাহকে সেজদা করি ৩। আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি যে, আল্লাহতা'লা রুহ এবং সত্য এবং কেবলমাত্র তাহাকেই সেজদা করা কর্তব্য।

৪। যেরুজালেম নগরে অবস্থিত সোলায়মান নবীর মসজিদে খোদার ওয়াদা পাওয়া গিয়াছিল, অন্য কোন স্থানে নহে ৫। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস কর, এমন এক সময় আসিবে যখন আল্লাহতা'লা তাঁহার রহমত অন্য শহরে বর্ষণ করিবেন ৬। তখন ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সেজদা করা সম্ভব ৭। আল্লাহতা'লা তাহার মেহেরবাণীতে সর্বস্থানে নামায কবুল করিবেন।

৮। স্ত্রীলোকটী বলিল,—আমরা একজন মসিহের অপেক্ষা করিতেছি, আপনি আমাদিগকে বলুন তিনি কখন আসিবেন ৯। যীশু বলিলেন,—হে নারী, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, মসিহ নিশ্চয় আসিবেন? ১০। সে উত্তর করিল, হাঁ ১১। তখন যীশু "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করিয়া বলিলেন,—আমি ধারণা করি তুমি একজন মোমেনা নারী ১২। সুতরাং তুমি জানিয়া রাখ যে, মসিহের উপর ঈমান আনিলেই খোদার প্রিয় বান্দা পরিত্রাণ পাইবে। ১৩। তাঁহার আগমনের সময় জ্ঞাত থাকা আমাদের জন্য আবশ্যক ১৪। স্ত্রী লোকটি জিজ্ঞাসা করিল,—হয়ত আপনিই সেই মসিহ? ১৫। যীশু উত্তর করিলেন,—আমি কেবলমাত্র ইস্রাইলীদের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, আমি তাহাদের পরিত্রাণকারী নবী ১৬। কিন্তু মসিহ আমার পরবর্ত্তী কালে আসিবেন ১৭। তিনি আল্লাহ তা'লার নিকট হইতে বিশ্বজগতের জন্য প্রেরিত হইবেন ১৮। তাঁহারই জন্য আল্লারতা'লা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ১৯। ঐ সময় পৃথিবীর সর্বস্থানে খোদাকে সেজদা করা সম্ভব হইবে এবং সকলেই রহমত লাভ করিবে ২০। জুবিলী বৎসর যাহা প্রতি শতাব্দীতে একবার আগমন করে, মসিহ তাহা সর্বস্থানে প্রতি বৎসর জারি করিবেন ২১। তখন স্ত্রীলোকটী তাহার পানির কলস ত্যাগ করিল এবং যীশুর নিকট হইতে শ্রুত কথাগুলি প্রকাশ করিবার জন্য নগরীর দিকে দ্রুত গমন করিল।

৯২ অধ্যায়—১। উপাসনা শেষ হইলে যাজক উচ্চ স্বরে বলিল,—হে যীশু, থাম, জাতির মঙ্গলের জন্য ইহা আবশ্যক যেন আমরা তোমাকে চিনিতে পারি—তুমি কে? ২। যীশু বলিলেন, আমি দাউদ নবীর বংশধর, মরিয়মের পুত্র যীশু, মরণশীল মানুষ ৩। আমি আল্লাহকে ভয় করি—সকল সম্মান ও মহত্ব আল্লাহরই জন্য।

৪। যাজক বলিল,—মুসা নবীর কেতাবে লেখা আছে যে, আমাদের খোদা একজন মসিহকে প্রেরণ করিবেন ৫। তিনি আল্লাহতা'লার নিকট হইতে সুসংবাদ লইয়া আসিবেন এবং জগৎবাসীর জন্য আল্লাহর রহমত আনয়ন করিবেন ৬। এজন্য আমরা আশা করি আপনি সত্য কথা বলিবেন ৭। আমরা যে মসিহর অপেক্ষায় আছি, আপনিই কি তিনি? ৮। যীশু উত্তর করিলেন,—ইহা সত্য যে, আল্লাহতা'লা এরূপ ওয়াদা করিয়াছেন, কিন্তু আমি সে নবী নহি ৯। ঐ নবী আমার পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু আমার পরে আগমন করিবেন ১০। যীশু বলিলেন, ঐ খোদার কসম যাহার সামনে আমি উপস্থিত রহিয়াছি, আমি সে মসিহ নহি।

১১। জগতের সকল মানুষ তাঁহার অপেক্ষায় আছে ১২। আল্লাহতা'লা আমাদের পিতা ইব্রাহীমের নিকট ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সকল মানুষকে তোমার বংশ দ্বারা বরকত দিব ১৩। আল্লাহ তা'লা যখন আমাকে জগৎ হইতে উত্তোলন করিয়া লইবেন তখন শয়তান বিভ্রাট সৃষ্টি করিবে যে, আমি খোদা ও খোদার পুত্র ১৪। একারণে আমার বাক্য ও আমার শিক্ষা কলুষিত হইবে ১৫। ফলে ত্রিশজন ব্যক্তিও মোমেন থাকিবে না ১৬। তখন আল্লাহতা'লা জগৎ বাসীর প্রতি রহম করিবেন

www.ahlehadeethbd.org

এবং ঐ রসুলকে প্রেরণ করিবেন ১৭। সকল জিনিষ তাঁহারই জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে।

১৮। ঐ রসুল দক্ষিণ দিক হইতে প্রবল শক্তির সহিত আগমন করিবেন। ১৯। তিনি মূর্তি ও মূর্তি উপাসকগণকে ধ্বংস করিবেন। ২০। শয়তানের প্রভাব হইতে মানুষকে মুক্ত করিবেন। ২১। মানুষের মুক্তির জন্য আল্লাহর রহমত লইয়া আসিবেন। ২২। তাঁহার উপর এবং তাঁহার কালামের উপর যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে সে পবিত্র হইবে।

২৩। অত:পর যীশু বলিলেন,—ঐ রসুলের আগমন বার্তায় সকলের চেয়ে বেশী আনন্দ আমার। ২৪। তিনি আমার সম্বন্ধে রচিত মিথ্যা দোষ মোচন করিবেন। ২৫। তাঁহার ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়া সমুদয় জগতকে বেষ্টন করিবে। ২৬। আল্লাহতালা আমাদের পিতা ইব্রাহীমের নিকট ইহা ওয়াদা করিয়াছেন। ২৭। তাঁহার ধর্ম সঙ্কুচিত থাকিবে না। ২৮। আল্লাহতাআলা তাঁহার ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন এবং তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

কয়েক ছত্রের পর লিখিত আছে—২৯। তখন যাজক জিজ্ঞাসা করিল,—ঐ মসিহর কি নাম হইবে। এবং তাঁহার আগমনের নিদর্শন কি? যীশু উত্তর করিলেন,—ঐ মসিহর নাম অতি চমৎকার ৩১। আল্লাহতা'লা তাঁহার আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া নিজেই তাঁহার নাম দিলেন ৩২। আল্লাহতা'লা বলিলেন,—স্থির হও মোহাম্মদ (দঃ)! আমি তোমার কারণে আকাশ, পৃথিবী এবং সমস্ত জিনিষকে সৃষ্টি করিতে চাই ৩৩। যাহারা তোমার প্রশংসা করিবে তাহারা ধন্য হইবে। ৩৪ যাহারা তোমার দুর্ণাম করিবে তাহারা অপমানিত হইবে। ৩৫। আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার রসুল করিয়া প্রেরণ করিব। ৩৬। তোমার কালেমা সত্য হইবে। ৩৭। আকাশ ও পৃথিবী তোমার সম্মান করিবে। ৩৮। তোমার পবিত্র নাম মোহাম্মদ (দঃ) ৩৯। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, হে আল্লাহ, তোমার ঐ রসুলকে শীঘ্র প্রেরণ কর। ৪০। হে মোহাম্মদ (দঃ), জগতের মুক্তির জন্য শীঘ্র আগমন করুন।

১৩৬ অধ্যায়—১। বহুকাল পর জিব্রাইল জাহান্নামের পার্শ্বে গমন করিবেন এবং জাহান্নাম-বাসীকে বলিতে শুনিবেন,—হে মোহাম্মদ (দঃ), আপনার ওয়াদা কোথায়—"যে ব্যক্তি আমার দীন গ্রহণ করিবে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হইবে না" ২। তৎপর জিব্রাইল জান্নাতে যাইবেন এবং আদবের সহিত আল্লাহর ঐ রসুলের নিকট জাহান্নাম-বাসীদের কথা বর্ণনা করিবেন ৩। তখন ঐ রসুল আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবেন,—"হে খোদা, তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ কর। ৪। আমি তোমার দাস" ৫। তুমি বলিয়াছিলে,—"যে ব্যক্তি আমার দীন গ্রহণ করিবে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হইবে না" ৬। আল্লাহতা'লা জওয়াব দিবেন,—হে আমার প্রিয় নবী, তুমি কি চাও প্রার্থনা কর ৭। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তোমাকে দেওয়া হইবে।

১৩৭ অধ্যায়—১। অতঃপর আল্লাহর ঐ রসুল বলিবেন,—হে খোদা, এমন ব্যক্তিও জাহান্নামে রহিয়াছে, যে তথায় সত্তর হাজার বৎসর যাবৎ বাস করিতেছে ২ তোমার রহমত কোথায়? ৩। হে খোদা, আমি বিনীতভাবে নিবেদন করি, তাহাদিগকে আযাব হইতে মুক্তি দাও ৪। তখন খোদাতালা নিকটবর্তী চারিজন ফেরেস্তাকে হুকুম করিবেন,—যাও, যাহারা ঐ রসুলের দীনে ছিল তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া জান্নাতে দাখিল কর। ফেরেশ্‌তাগণ তাহাই করিবেন।

১৪২ অধ্যায়—১। অধ্যাপকগণ ও ফরীশীগণ যাজকগণের নেতাকে বলিল, আমরা তখন কি করিব? ২। যদি বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি বাদশা হইয়া যায় তবে আমাদের জন্য বিপদ হইবে ৩। ঐ ব্যক্তি খোদার বান্দাকে প্রাচীন ধর্মমতে সংস্কার করিতে চাহিবে ৪। যদি তাহা হয় তবে আমরা ও আমাদের বংশধরগণ সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ৫। আমাদের ব্যবসা হইতে আমরা বিতাড়িত হইলে আমাদের খাদ্যাভাব হইবে ৬। বর্তমানে আমাদের উপর এমন বাদশা

www.ahlehadeethbd.org

Contents



ও প্রভু রহিয়াছেন যে আমাদের ধর্ম পুস্তকের কোন কিছুই জ্ঞাত নহে এবং তাহারা আমাদের ধর্মের উপর নির্ভরশীল নহে ৭। আমরাও তাহাদের ধর্মের উপর নির্ভর করিনা। এই সুযোগে আমাদের যাহা ইচ্ছা করিবার সুবিধা আছে ৮। আমরা দোষ করিলে খোদা ক্ষমা করিবেন ৯। কেননা কোরবানী ও রোযা দ্বারা খোদাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। ১০। ঐ ব্যক্তি আমাদের বাদশা হইলে খোদার এবাদত ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সন্তুষ্ট হইবেনা—ইহা মুসা নবী লিখিয়াছেন ১১। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, মাসিহ দাউদের বংশে হইবেনা বরং ইসমাইলের বংশে হইবে ১২। ইহা ইসমাইলের সঙ্গে ওয়াদা করা হইয়াছিল, ইসহাকের সঙ্গে নহে ১৩। তখন আমাদের কি অবস্থা হইবে? ১৪। আমরা ঐ ব্যক্তিকে জীবিত রাখিলে ইসমাইলীগণ নিশ্চয় সম্মানিত ও সুপরিচিত হইবে এবং আমাদের দেশ তাহাদের হাতে চলিয়া যাইবে ১৫। এবং ইস্রাইলীগণ পূর্বের ন্যায় দাস পরিণত হইবে। ১৬। একথা শ্রবণ করিয়া ধর্মযাজকগণের নেতা উত্তর করিল,—রাজা হিরোদ এবং তাহার শাসনকর্তার সহিত সহযোগিতা করা আমাদের কর্তব্য ১৭। কেননা জনসমাজ তাহাদের প্রতি আস্থাশীল ১৮। আমরা সৈন্য সাহায্য ব্যতীত কিছুই করিতে পারিনা ১৯। এবং সৈনিক সাহায্যে সমস্ত কাজই সুষ্ঠুরূপে সমাধা হওয়া সম্ভব।

১২১ অধ্যায়—১। অধ্যাপক বলিল, আমি মুসা নবীর হাতের একখানা প্রাচীন লিপি দেখিয়াছি ২। তাহাই মুসা নবীর আসল কিতাব ৩। ঐ কেতাবে লেখা আছে যে,—ইসমাইল মাসিহর পিতা ৪। ঐ কেতাবে আরও বলা হয় যে, মুসা নবী বলিলেম, হে ইস্রাইলের শক্তিবান ও দয়ালু খোদা, তোমার গৌরবের আলোক দ্বারা তোমার দাসকে প্রকাশ কর ৫। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাহার ঐ রসুলকে প্রদর্শন করিলেন ৬। তিনি ইসমাইলের দুই বাহুতে অবস্থিত ছিলেন এবং ইসমাইল ইব্রাহীমের দুই বাহুতে অবস্থান করিতেছিলেন ৭। হজরত ইসহাক নিকটেই ছিলেন ৮। হজরত ইসমাইল ঐ রসুলের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিতেছিলেন,—ইনি সেই নবী যাঁহার জন্য আল্লাহতা'লা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ৯। তখন মুসানবী আনন্দিত হইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন,—হে ইসমাইল, আপনার দুই বাহুতে বিশ্বজগৎ ও জান্নাত রহিয়াছে ১০। আমাকেও স্মরণ রাখিবেন, আমি আল্লাহর বান্দা ১১। আমি যেন আপনার বংশধরের খাতিরে আল্লাহতালা'র দৃষ্টিতে পুরস্কারের যোগ্য হইতে পারি।

১২২ অধ্যায়—১। ঐ পুস্তকে ইহা লিখিত নাই যে, আল্লাহতা'লা মেষ ও ছাগলের মাংশ ভক্ষণ করেন ২। এবং ইহাও উল্লেখিত নাই যে, আল্লাহতা'লা তাহার রহমত ইস্রাইলীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়াছেন ৩। বরং যে সকল মানুষ আল্লাহকে লাভ করিতে চেষ্টা করে আল্লাহতা'লা তাহাদের প্রতি দয়া করেন ৪। আমি ঐ কেতাব শেষ পর্যন্ত পাঠ করিতে পারি নাই ৫। কারণ ধর্মযাজকদের নেতা যাহার পাঠাগারে আমি কেতাবটী পাঠ করিতেছিলাম, সে আমাকে ঐ কেতাব পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া বলিল,—এই কেতাব কোন ইসমাইলীয় ব্যক্তি প্রণয়ন করিয়াছে ৬। যীশু বলিলেন,—দেখ, কখনও সত্য কথা গোপন করিওনা ৭। মাসিহর প্রতি ঈমান আনিলেই আল্লাহতা'লা মানুষকে মুক্তি দিবেন ৮। এতদব্যতীত কেহ মুক্তি পাইবে না।

সৃষ্টিতত্ত্বের অধ্যায়—যীশু বলিলেন,—১। আমি সত্য বলিতেছি আকাশ নয়টী ২। তাহাতে নক্ষত্র সমূহ স্থাপন করা হইয়াছে ৩। এই নক্ষত্রগুলি পরস্পর এতদূরে অবস্থিত যে, এক নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রে গমন করিতে মানুষের পাঁচশত বৎসর সময় লাগিবে ৪। এরূপে পৃথিবী প্রথম আকাশ হইতে পাঁচশত বৎসরের পথে অবস্থিত ৫। কিন্তু প্রথম আকাশ ও পৃথিবীর স্থূলতার মধ্যে অতিশয় পার্থক্য রহিয়াছে ৬। যেহেতু পৃথিবী প্রথম আকাশের তুলনায় এতক্ষুদ্র যেমন পৃথিবীর তুলনায় একটী বালু কণা ৭ এরূপে প্রথম আকাশ দ্বিতীয় আকাশের তুলনায় এবং দ্বিতীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents



আকাশ তৃতীয় আকাশের তুলনায় বালু কণার ন্যায় ক্ষুদ্র ৮। আমি সত্য বলিতেছি যে, জান্নাত সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর তুলনায় এত বৃহৎ যেমন পৃথিবী একটী বালু কণার তুলনায় বৃহৎ।

এই ইঞ্জিলে লিখিত আছে যে,—ঐ সময় জিব্রাইল (আঃ) হজরত ঈসার (আঃ) নিকট আগমন করিলেন এবং সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল একটী আয়না তাহাকে প্রদর্শন করিলেন। ঐ আয়নায় লিখিত ছিল,—"আমার অস্তিত্বের প্রতিজ্ঞা, আমি চিরস্থায়ী। যেমন জান্নাত সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী হইতে বৃহৎ এবং পৃথিবী একটী বালুকণা হইতে বৃহৎ তেমনি আমি জান্নাত হইতেও অতিশয় বৃহৎ। ভূমির সমস্ত বালু-কণা, সমুদ্রের জলবিন্দু সকল, বৃক্ষের যাবতীয় পাতা এবং সকল জীব জন্তুর চামড়ার সমষ্টি হইতে ও বহুগুণ বৃহৎ।"

আল্লামা তান্‌তাওয়ী তাঁহার বিখ্যাত "তফসীরে জাওয়াহের" নামক গ্রন্থে বার্ণাবাসের ইঞ্জিল হইতে যতটুকু উধৃত করিয়াছেন তাহার অবিকল বাংলা তর্জমা উপরে দেওয়া গেল। বার্ণবাসের ইঞ্জিল কদাপি প্রাচ্য দেশে প্রকাশিত হয় নাই। বর্তমানেও এই ইঞ্জিলের কোন কপি এদেশে পাওয়া যায়না। আফ্রিকা এবং পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে যে সকল স্থানে এই ইঞ্জিল প্রচলিত ছিল তথাকার স্থানীয় চার্চের আদেশে তাহার প্রকাশ বহু পূর্বেই বন্ধ করা হইয়াছে এবং প্রকাশিত কপিগুলির আমূল ধ্বংস করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্যাপক ধ্বংস লীলার হাত হইতে দুই একটি কপি রক্ষা পাইয়া থাকিলে হয়ত পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন লাইবেরীতে তাহা পাওয়া যাইতে পারে। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী কোন ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশগুলি অনুসন্ধান করিয়া এই ইঞ্জিলের পূর্ণ কপি এদেশে প্রকাশ করিলে ধর্মতত্ত্ব সন্ধানীদের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

# —কলেমার বিপ্লব—

—আবদুল খালেক বি-এ,

(১)

ঘেরা পর্বত হতে গর্জে তোপধ্বনি,
কেঁপে উঠে মন, কাঁপে অবনী।

(২)

তন্ত্র মন্ত্র যাদু সব করি উজাড়
দোলায়ে জলধর কাঁপায়ে পাহাড়
বাহিরে এল কলেমার এনকেলাব,
অপূর্ণ জীবনে পূর্ণতার জবাব।

(৩)

আনিল বিশ্বে কলেমা তৈয়্যব
খ্যান ধারণা চেতনার বিপ্লব।
যুগ যুগান্তে কলেমা শাহাদত
গড়িছে ঈমানের উচ্চ ইমারত।

(৪)

বিচিত্র সম্ভারে কলেমা তৌহিদ
এনেছে নব বল কুওতে জদিদ।
ডাকে দেশে দেশে কলেমা তামযিদ
বান্দারে বানাতে প্রেমিক বায়েজিদ।

(৫)

আসল ফসল আবাদের হাল
ধরিতে শিখায় ঈমানে মুষ্‌মাল।
"আমানতুর" সেতারা সাত মশাল।
জ্বেলে দেয় ঈমানে মুক্তাছ ছাল।

(৬)

প্রাণে প্রাণে কলেমা পরশখানি
কানে কানে তারি জীবন্ত বাণী
লয়ে জাগিতেছে দিবস যামিনী
যুগে যুগে এক মোজাহিদ বাহিনী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



( ৭ )

তার কাহানী শুধু ইতিহাস নয়,
রক্ত-রঞ্জিত এক চিত্র প্রাণময়।

( ৮ )

হেরি তার মাঝে শত গাজী বীর
বিপ্লবের ডাকে হয়েছে অধীর।
কলেমা মুখে ছুটেছে দিকে দিকে
বুকের রক্ত ঢেলে দিতে হাসিমুখে।

( ৯ )

কলেমার প্রভা ভুবনে ভুবনে
ছড়ায়ে দিবে এ সুদৃঢ় পণে
হাজার মোজাহিদ হয় শহীদ,
জয়দীপ্ত হল কলেমা তৌহীদ।

( ১০ )

কলেমার কি শানদার বিপ্লব!
তাজা খুন ঢেলে রচি মহার্ণব
জিন্দাদিল জিন্দেগীর শতদল
হাসির আলোতে হয়েছে উজ্জ্বল।

( ১১ )

খালেদ তারেক মুসা ওক্‌বা
চাহে নাই দুনিয়ার বাহবা,
কলেমার বাণী অজানার কানে
পথভোলা মানুষের প্রাণে প্রাণে
জাগাতে আজীবন করিল জেহাদ,
জাগিল স্বপ্নে বিপ্লব—এরশাদ।

( ১২ )

বিপ্লবী কলেমার আলোড়নে
জাগিল জেহাদ বেলালের মনে।
তপ্ত মরুর অগ্নিময় বালুকায়
বক্ষে প্রস্তর শায়িত অসহায়
বেলাল মানিল না দোষ-ভীতি,
গেয়ে গেল কলেমার অগ্নি-গীতি।

( ১৩ )

জেহাদে জ্বালাতে খুনের মশাল
বিধবা তার আদরের দুলাল
পাঠায়ে প্রকাশিছে প্রাণের ভক্তি,
কলেমাই দিয়েছে তাকে এ শক্তি।

www.ahlehadeethbd.org

( ১৪ )

কলেমা প্রীতির দরদে খুঁশে
বিচিত্র অঙ্কুরে জীবনের কোষে
অজ্ঞাতে মহাশক্তি হয়েছে জমা,
আপন পুত্রকে করে নাই ক্ষমা
ঘৃণ্য পাপদায়ে দিয়েছে শূলে,
উদ্দীপ্ত প্রাণতেজে নিজহাতে তুলে।

( ১৫ )

তখনো কলেমা পড়ে নাই ওমর,
তার কাছে আসিল বোনের খবর
ভগ্নি নিয়েছে কলেমায় দীক্ষা,
বেত্র হস্তে ছুটে সে দিতে শিক্ষা।

( ১৬ )

কবুল করেছি কলেমা পুণ্যশ্লোক
ছাড়িব না যতই মার চাবুক,
কলেমার দিলী ভক্ত কলেবর
বেদম বেত্রাঘাতে রক্তে ঝর্ঝর্।

( ১৭ )

বোনের হল কি, ভাই পেরেশান
আছে কি শক্তি এতো বহ্নিমান
রক্তঝরা বেত্রে যার নাই লয়,
ভায়ের মনে নব বেগে ঝড় বয়।

( ১৮ )

বাণিজ্য পোত পাঠায়ে সওদাগর
বহু মুনাফায় ভরিবে নিজ ঘর
বেঁধেছে স্বপন। বহু অর্থ পুঁজিতে
পণ্যে পূর্ণ জাহাজ লাভ লভিতে
গিয়েছে বিদেশ। আসিল দুসংবাদ
সব আশা তার হয়েছে বরবাদ,
জাহাজ গেছে অতল সমুদ্রে ডোবে।
কাঁপিল না মন বিন্দুমাত্র ক্ষোভে।

( ১৯ )

স্মিত হাস্যে কহে সে—এ নহে ক্ষতি।
প্রাণে জ্বলে যে মৃত্যুঞ্জয়ী জ্যোতি
তা যেন কভু নিবে নাহি যায়
সংসার সাগরের প্রবল বাত্যায়।

( ২০ )

মনের এ প্রশান্ত গভীর স্থিরতা
বিপ্লবী কলেমা বুঝার সার্থকতা।

Contents



( ২১ )

আপন ছেলেকে আদরের সাথে
জেহাদী লেবাছ পরায়ে নিজ হাতে
কহে—কলেমা পড়ি তারি পরীক্ষাতে
আজি তোমার জেহাদ আরফাতে
নিজ হাতে দিলাম হাসিমুখে তুলে।
সেই আফসোস একবার ও ভুলে।

( ২২ )

খবর নিয়ে এল এক মোজাহিদ
তোমার তনয় হয়েছে শহীদ।

( ২৩ )

যে ছেলে জেহাদে পেল শাহদাত
লভেছে সে—তারি মা হবার বরাত।
খুশীতে আছমার বুক ফেটে যায়,
দু'রাকাত নফল করে আদায়
প্রদীপ্ত প্রসন্ন প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রাণ হাসে মহাপ্রভুর শোকরে।

( ২৪ )

কলেমা আনে প্রাণে যে বিপ্লব
কি করে বুঝাব করিতে অনুভব?

( ২৫ )

এ বিপ্লবী মতবাদ যে করে গ্রহণ
তার দিকে দিকে আসে পরিবর্তন।
তার পূর্ব জীবনে যা ছিল ধারণা
নাম অনুষ্ঠান বিশ্বাস বাসনা
সব হয়ে যায় লুপ্ত অতঃপর,
নয়া জমানার তীরে সে বাঁধে ঘর।
কলেমা পড়ে সে করে গ্রহণ
এক নব সম্যক পূর্ণাঙ্গ দর্শন।

( ২৬ )

সব সংস্কার আচার বিচার
স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় করি অস্বীকার
কলেমা কবুল এক নব অঙ্গীকার,
জীবন কোষে নব সৌরভ সঞ্চার।
অপূর্ব নূতনত্বের উন্মোচন,
অফুরন্ত আনন্দের উদ্বোধন।

( ২৭ )

বিপ্লবী কলেমা! তোমার বিপ্লব
দু'জাহান জয়ী জেহাদের রব।

—•—

www.ahlehadeethbd.org

# মাহে-রমযান

—মোহাম্মদ আবদুছ্ ছামাদ এম, এম

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

## রোযার অর্থ ও তাৎপর্য ঃ

আমরা যাহাকে রোযা বলি আরবীতে উহাকে বলা হয় صوم সওম। 'সওম' (صوم) এর অর্থ কোন কার্য হইতে বিরত থাকা, কোন কিছু হইতে থামিয়া থাকা ও কোন কাজ বন্ধ থাকা যথা—

صامت الريح বায়ু বন্ধ হইয়াছে।

ماء صائم রক্ষিত ও অপ্রবাহিত পানি।

ارض صوام। যে ভূমি অনাবাদ এবং যাহার উৎপন্ন বন্ধ।

صام النهار وصامت الشمس দ্বিপ্রহরকে বলা হয়।

কালা বা বধিরকে আরবী ভাষায় صم বলা হয়, কেননা তাহার শ্রবণ শক্তি বন্ধ। صوم ধাতুর শব্দ দ্বারা চুপ থাকা, বন্ধ থাকা প্রভৃতি অর্থ বুঝাইয়া থাকে। হযরত মরিয়ম (আঃ) নির্বাক থাকিবেন বলিয়া মান্নত করিয়াছিলেন। কোরআনে মজীদের ভাষায় বলা হইয়াছে

انى نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا .

'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে নির্বাক থাকার (সওমের) নযর করিয়াছি, সুতরাং আজ কোনও মানুষের সহিত কথা বলিব না।'

কিন্তু শরীঅতের পরিভাষায় 'সওম' একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুবহে সাদেক বা তলুয়ে ফজরের অব্যবহিত পূর্ব হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পানাহার, যৌনমিলন ও অন্যান্য কামনার পূরণকার্য হইতে বিরত থাকা ও সংযম রক্ষা করাকে শরীঅতের পরিভাষায় 'সওম' বলে।

সওমের উপরোক্ত অর্থগুলি হইতে জানা যাইতেছে যে, সওম বা রোযার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে সংযম। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কুরবত, মুহব্বত ও সন্তুষ্টি লাভ করিবার নিমিত্ত সকল প্রকার প্রবৃত্তিকে পরিহার করা এবং রিপুগুলিকে দমন করাই রোযার উদ্দেশ্য।

রোযা প্রভু ও দাসের মধ্যে একটী অঙ্গীকার-স্বরূপ। নামাযের ন্যায় রোযাও ব্যক্তিগত ইসলাহ ও সংশোধন হইতে আরম্ভ করিয়া কওম ও মিল্লাতের সংগঠন ও সমৃদ্ধির একটি উপকরণ। রোযা দ্বারা কওম ও মিল্লাতের মধ্যে আদল ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। রোযা স্বাস্থ্য রক্ষারও একটি বিশেষ উপায়। উহাতে রোযাদারের দেহ ও মন বিশুদ্ধ হয়। রোযার কল্যাণে দৈহিক অবসাদ বিদূরিত হয়, ফলে রোযা পালনকারী কর্তব্যপরায়ণ ও কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে।

## রোযার নীয়ত ঃ

সেহরী খাওয়ার পর ফজরের পূর্বেই মনে মনে রোযার নীয়ত করিতে হইবে। নীয়ত অর্থ মনের সঙ্কল্প। নীয়তের জন্য আরবী কিম্বা অন্য কোন ভাষায় মুখে কোন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা নিষ্প্রয়োজন।

## সেহরী ও ইফতার

সেহরী খাওয়া সুন্নত। সেহ্রীর মধ্যে বরকত নিহিত রহিয়াছে। যথা রসূলুল্লাহ্ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন ;

تسحروا فان فى السحور بركة

তোমরা সেহ্রী খাও, কেননা সেহ্রীতে বরকত রহিয়াছ (বুখারী, মুস্লিম, তিরমিযী প্রভৃতি)। তিনি আরও বলিয়াছেন ;

انها بركة اعطاكم الله اياها فلا تدعوه

নিশ্চয়ই সেহ্রী বরকত—যাহা কেবলমাত্র তোমাদিগকেই আল্লাহ্ তাআলা প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা সেহ্রী খাওয়া পরিত্যাগ করিওনা। ( অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মত—ইয়াহুদ-নাসারাদিগকে সেহ্রী খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় নাই, এই বরকত পূর্ণ সেহরীর অনুমতি কেবলমাত্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকেই দেওয়া হইয়াছে )—সুনানে নাসাঈ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেহরী খাওয়ায় যথা সম্ভব বিলম্ব করাই সুন্নতসম্মত। সুব্‌হে সাদেক বা তুলূয়ে ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে সেহ্‌রী শেষ করা উত্তম—খাওয়ার পর ফজরের পূর্বে যেন কোর্‌আনে মজীদের ৫০ আয়ত তজ্‌বীদ সহকারে তেলাওত করার মত সময় থাকে। সেহ্‌রী খাওয়া ব্যতীত রোযা রাখা খেলাফে সুন্নত। সেহরী খাওয়া অবস্থায় ফজরের আযান শোনা গেলে খাওয়া বন্ধ করিবেনা বরং তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিবে। কিন্তু সুব্‌হে সাদেকের আবির্ভাবে আযান হইলে সেই আযান শুনিয়া সেহরী খাওয়া চলিবে না। এইরূপ অবস্থায় বিনা সেহরীতেই রোযা রাখিতে হইবে

সূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইফ্‌তার করা উচিত। ইফতারে বিলম্ব করা সুন্নতের খেলাফ। রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ—ফরমাইয়াছেন ;

إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار
من ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم

যখন পূর্ব দিগন্ত হইতে রাত্রির অন্ধকার পরিদৃষ্ট হইবে, পশ্চিম দিগন্ত হইতে দিন অতিবাহিত হইবে এবং সূর্য অস্তমিত হইবে ; তখনই রোযা-পালনকারী ইফতার করিবে —(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ ও তিরমিযী)

ইফতারে তাড়াতাড়ি করার উৎসাহ্‌ প্রদান করিয়া রসুলুল্লাহ্‌ (দঃ) ফরমাইয়াছেন ;

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

যতদিন পর্যন্ত জনগণ ইফতারে তাড়াতাড়ি করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি)

মেঘলা দিনে অপেক্ষাকৃত একটু বিলম্বে ইফতার করা উচিৎ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে যদি কেহ সূর্য অস্ত গিয়াছে মনে করিয়া ইফ্‌তার করিয়া ফেলে এবং পরে সূর্য দেখা যায়, তবে সেই অবস্থায় বেলা না ডুবা পর্যন্ত তাহার আর কিছুই খাওয়া চলিবে না ; অধিকন্তু এই রোযার কাযা করিতে হইবে।

খেজুর দ্বারা ইফতার করা উত্তম। কারণ রসুলুল্লাহ (দ) খেজুর দ্বারা ইফতার করাই অধিক পসন্দ করিতেন। তিনি বলিতেন,

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن
لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور .

যখন তোমাদের মধ্যে কেহ ইফতার করিবে, খেজুর দ্বারা ইফতার করিবে। খেজুর না পাওয়া গেলে পানি দ্বারা ইফতার করিবে, কেননা উহা পবিত্রতা আনয়নকারী। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনেমাজা প্রভৃতি)

রোযা ইফতার করার সময় দোআ পাঠ করা সুন্নত। রসুলুল্লাহর (দঃ) সুন্নত মুতাবিক ইফ্‌তারের পূর্বে এই দোআ পাঠ করিবে ;

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

হে আল্লাহ আমি তোমারই জন্য রোযা রাখিয়াছি এবং তোমার দেওয়া রিযক [খাদ্য ও পানীয়] দ্বারা ইফতার করিলাম।

ইফতার শেষ করিয়া এই দোআ পাঠ করিবে ;

ذهب الظمأ وابتلت العروق
وثبت الأجر إن شاء الله

পিপাসা দূরীভূত হইয়াছে, ধমনিগুলি সিক্ত ও সঞ্জীবিত হইয়াছে এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হইলে আজর ও সওয়াব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ইফতারের সময় দোআ কবুলীয়তের সময়। এই সময়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজের এবং আপনজনের জন্য ইহ-পরকালের কল্যাণ ও শান্তি কামনা করা বাঞ্ছনীয়।

## রোযার বিধি-নিষেধ ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন ;

من لم يدع قول الزور والعمل به
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه .

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যাচার পরিত্যাগ করে নাই তাহার পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহর কোনও প্রয়োজন নাই।—বুখারী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



মিথ্যা, পরনিন্দা, দিবসে স্ত্রী-সঙ্গম, ইচ্ছাকৃত পানাহার, গালাগালি ও অশ্লীল বাক্য দ্বারা রোযা নষ্ট হইয়া যায়। পক্ষান্তরে মেসওয়াক করা, গোসল করা, ভুলবশতঃ পানাহার এবং তৈল, সুরমা ও শিঙ্গা ব্যবহারে রোযা নষ্ট হয় না। যে রোযা খামখেয়ালী বশতঃ নষ্ট হইয়া যাইবে তাহা পূরণ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই।

মোটের উপর রোযাদারকে আল্লাহর স্মরণে রত থাকিয়া যথাসম্ভব সংযত ভাবে সর্ব প্রকার কুকথা, অনাচার ও অশ্লীলতা বর্জন করিয়া এই পবিত্র মাস অতিবাহিত করিতে হইবে; তবেই রমযানের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে এবং রহমত ও মাগফেরাত লাভ সম্ভব হইবে।

**তারাবীহ ঃ**

মাহে রমাযান মুবারকের রাত্রির ইবাদতের জন্য বিশ্ব জগতের মুসলমানদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া হযরত নবী মোস্তফা (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন;

من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

যাহারা ঈমান সহকারে পুণ্য লাভের মানসে রমযান মাসের রজনীতে ইবাদতে মশগুল থাকিবে তাহাদের অতীতে কৃত পাপরাশি মার্জনা করিয়া দেওয়া হইবে। —বুখারী ও মুসলিম।

তারাবীর নামায সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। রসূলুল্লাহ (দঃ) তিন রাত্রিতে অথবা পাঁচ রাত্রিতে জামাআতের সঙ্গে তারাবীর নামায আদা করিয়াছেন। অবশিষ্ট রাত্রিগুলিতে সাহাবায়ে কেরামের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি জামাআতে উপস্থিত হন নাই। ইহার কারণ স্বরূপ তিনি বলিতেন; আমি সর্বদা জামাআতে উপস্থিত হইয়া তারাবীর নামায পাঠ করিলে উহা ফরয হইয়া যাইতে পারে। পরে আমার উম্মতের জন্য উহা বহন করা খুব মুশকিল হইয়া দাঁড়াইবে। পরবর্তী কালে হযরত উমরের (রাঃ) যুগে তারাবীহ নামাযের জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক উহা প্রতিপালিত হয়।

রসূলুল্লাহর (দঃ) তারাবীহ ছিল আট রাকাআত। তিন রাকাআত বিৎর মিলাইয়া তিনি এগার রাকাআত তারাবীহ সমাধা করিয়াছেন। হযরত আবু সালামা বিন আবদুর রহমান উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন,

كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فقالت ماكان يزدى فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشة ركعة

রসূলুল্লাহ (দঃ) রমযান শরীফে কিরূপ নামায পড়িতেন? জননী আয়েশা বলিলেন, রমযান অথবা অন্য কোন মাসে রসূলুল্লাহ (দঃ) এগার রাকাআতের অতিরিক্ত (রাত্রের) নামায পড়িতেন না।—বুখারী ও মুসলিম।

তারাবীর রাকাআতের সংখ্যা সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ ঘটিয়া থাকিলেও খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এগার বা তের রাকাআতের অতিরিক্ত কাহারও ফতোয়া বা আচরণ প্রমাণিত হয় নাই স্বয়ং হযরত উমর (রাঃ) এগার রাকাআত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার এই অভিমত রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রমাণিত আচরণ দ্বারা বলিষ্ঠ ও সুসাব্যস্ত। সুতরাং যে ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নতকে অগ্রগণ্য করাই হইবে সকল মুসলমানের নৈতিক কর্তব্য।

অতএব প্রকৃত সুন্নত হিসাবে বিৎরসহ তারাবীহ এগার রাকাআত পড়াই বাঞ্ছনীয়। এগার রাকাআতের অধিক তারাবীহ পড়া সুন্নতসম্মত নহে। হাঁ, তবে প্রকৃত সুন্নত হিসাবে বিৎরসহ এগার রাকাআত তারাবীহ সমাধা করার পর কেহ ইচ্ছা করিলে আরও অতিরিক্ত নামায নফল হিসাবে সমাধা করিতে পারিবে, কিন্তু সেই অবস্থায় সর্বশেষে বিৎর পড়িবে। আর সেই অতিরিক্ত নামাযকে কোনক্রমেই সুন্নতের পর্যায়ভুক্ত করা চলিবে না।

**শবে কদর ঃ**

শবে কদর মহিমান্বিত রজনী মাহে রমযানকে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই রজনীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তাআলা কোরআনে মজীদে "সুরত-আল্‌কদর" নামে একটি পূর্ণ সুরত অবতীর্ণ

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছেন। কোরআনে মজীদে এই রজনীকে ليلة القدر মহিমান্বিত রজনী এবং ليلة مباركة বরকতপূর্ণ রজনী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

শবে কদরের ইবাদত এক হাজার মাসের (৮৩ বৎসরের) ইবাদত হইতেও উৎকৃষ্টতর। এই মর্মে আল্লাহ ও রসূলের বাণী কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন;

من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

যাহারা ঈমান সহকারে পুণ্য লাভের মানসে শবে কদর রাত্রিতে ইবাদতে মশগুল থাকিবে তাহাদের অতীতে কৃত পাপরাশি মার্জনা করিয়া দেওয়া হইবে। —বুখারী ও মুসলিম।

শবে কদরের তারীখ নির্ধারণ সম্পর্কে বহু মতভেদ দেখা দিয়াছে, তবে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিচার আলোচনায় অবতীর্ণ হইলে দেখা যায় যে, রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলির মধ্যে একটি রাত্রি শবে কদর। সুতরাং শেষ দশকের ৫টি বেজোড় রাত্রিতে ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিলে অবশ্যই শবে কদরের পুণ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে।

চাঁদের তারীখ নিয়া নানারূপ গোলযোগ হইতে থাকায় বেজোড় রাত্রি নিরূপণ করা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই মাহে রমযানের শেষ দশকের প্রতিটি রাত্রেই শবেকদরের পুণ্য লাভের আশায় ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকায়ই নিরাপদ হইবে। রমযানের শেষ দশকে 'ই'তেকাফ' করা শবে কদরের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য একটি সুন্দর উপায়।

শবে কদরের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ ও ইবাদতে মশগুল বান্দাগণ নিম্নলিখিত দোআ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে থাকিবে।

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى

হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাময়, ক্ষমা তোমার পসন্দনীয়; অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।

## ই'তেকাফ:

শরীয়তের পরিভাষায় রমযান মাসের শেষ দশকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট এবং যাবতীয় কাজকর্ম হইতে সাময়িকভাবে নিলিপ্ত হইয়া মসজিদের কোণে একাকী অবস্থান করিয়া আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকা ও ইবাদত বন্দেগী করার নাম 'ই'তেকাফ'। ই'তেকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কেফায়া। ই'তেকাফের বহুবিধ ফযীলতের কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে, ই'তেকাফের মধ্যে একদিকে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, আত্মশুদ্ধি, পরহেজগারী ও শবে কদরের মহাপুণ্যলাভের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, এবং অপরদিকে নবী মোস্তফার (দঃ) হেরা গুহার আধ্যাত্মিক সাধনা ও রূহানী তরক্কীর চিত্র চক্ষের সামনে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ইসলামে বৈরাগ্য সমর্থিত না হইলেও মাহে রমযানের শেষাংশের এই বিরাগকে পূর্ণভাবে সমর্থন করা হইয়াছে এবং গুরুত্ব সহকারে ইহার প্রতি মুমিনদিগকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ উমরের (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) রমযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করিতেন।—বুখারী

২০শে রমযানের সন্ধ্যা হইতে ই'তেকাফের সময় শুরু হয়। ই'তেকাফ পালনকারীকে ২০শে রমযানের সন্ধ্যায় ই'তেকাফের নীয়ত করিয়া ২১শে রমযানের ফজর বাদ মসজিদের নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া একাকী বসিতে হইবে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل فى معتكفه

রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন ই'তেকাফে বসার ইচ্ছা করিতেন তখন ফজরের নামাজ সমাধা করিয়া ই'তেকাফের স্থানে যাইয়া বসিতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে বৎসর এতেকাল ফরমাইয়াছিলেন সে বৎসর তিনি (রমযানের শেষ) কুড়ি দিন ই'তেকাফ করিয়াছিলেন। —বুখারী।

www.amarboi.org

Contents



এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, রমযানের একাদশ দিবস হইতে শেষ পর্যন্ত ই'তেকাফ করাও সুন্নতের পর্যায়ভুক্ত।

ই'তেকাফ পালনকারী অনিবার্য কারণ ব্যতিরেকে ই'তেকাফের নির্দিষ্ট স্থান হইতে বাহির হইতে পারিবেন না। ই'তেকাফ অবস্থায় পার্থিব জীবনের সকল কাজ কর্ম পরিহার করতঃ আল্লাহ তাআলার স্মরণে নিমগ্ন থাকিতে হয়।

জননী আয়েশার বর্ণিত সুননে আবু দাউদের হাদীস অনুসারে ই'তেকাফ অবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া, জানাযার নামায পড়া এবং স্বীয় স্ত্রীর সহিতও মেলা মেশা করা বিধেয় নহে। অত্যাবশ্যকীয় কার্য যথা পেশাব পায়খানা ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজনে ই'তেকাফ পালনকারীর বাহির হওয়ার অনুমতি নাই। জননী আয়েশা ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহর (দঃ) সুন্নত মতে যে মসজিদে জুম্‌আ পড়া হয় সে মসজিদে ই'তেকাফে বসা উচিত।

**যাকাতুল ফিতর ঃ**

আর্থিক ইবাদতের মধ্যে যাকাতুল ফিতর অন্যতম। যাকাতুল ফিতর সাধারণ্যে ফিৎরা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ফিৎরা সকল মুসলমানের পক্ষ হইতে আদায় করা ফরয বা অবশ্যকর্তব্য। ফিৎরা ফরয হওয়ার জন্য নেসাবের মালিক হওয়া আবশ্যক নহে।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এবং আবু সঈদ খুদরীর (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে;

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين .

রসূলুল্লাহ (দঃ) দাস-স্বাধীন, পুরুষ-নারী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল মুসলমানের উপর যাকাতুল ফিতর (ফিৎরা) ফরয করিয়াছেন।

ঈদের নামাযের পূর্বেই ফিৎরা আদায় করিতে হইবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) বলেন; امر بزكوة الفطر قبل خروج الناس الى الصلوة

রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদের নামাযে বহির্গত হওয়ার পূর্বেই ফিৎরা আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন।—বুখারী প্রভৃতি।

যাহারা ঈদের নামাযের পূর্বে ফিৎরা আদায় না করিয়া পরে আদায় করিয়া থাকে তাহাদের দান ফিৎরা হিসাবে আল্লাহর নিকট গৃহীত হইবে না। বরং উহা হইবে সাধারণ সদকার সামিল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন;

من ادى زكوة الفطر قبل الصلوة فهى زكوة مقبولة ومن ادها بعد الصلوة فهى صدقة من الصدقات .

যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে ফিৎরা আদায় করিবে তাহার দান ফিৎরা হিসাবে আদায় হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পর উহা আদায় করিবে তাহার দান (ফিৎরা হিসাবে গৃহীত না হইয়া) সাধারণ সদকার পর্যায়ভুক্ত হইবে।—আবু দাউদ, ইবনে মাজা প্রভৃতি।

ফিৎরা আদায়যোগ্য বস্তুগুলির মধ্যে হাদীসে আট প্রকার খাদ্য বস্তুর নাম স্পষ্টভাবে এবং এক প্রকার খাদ্য বস্তুর নাম সাধারণ ভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে। যে সকল বস্তুর নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে উহা হইতেছে—খেজুর, যব, সুলত (খোসা-হীন যব জাতীয় খাদ্যশস্য), কিশমিশ, গম, পনীর, আটা ও ছাতু। আর সাধারণ ভাবে বা পক অর্থে যে বস্তুর উল্লেখ রহিয়াছে তাহা হইতেছে 'তা'আম' বা সাধারণ্যে প্রচলিত খাদ্যবস্তু।

আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র 'চাউল'ই তা'আম পর্যায়ভুক্ত বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সুতরাং এক সা চাউল দ্বারা ফিৎরা আদায় করাই সুসঙ্গত হইবে।

ফিৎরার পরিমাণ সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে বিদ্বানগণের মতভেদ পরিদৃষ্ট হইলেও সাধারণ ভাবে এক সা হিসাবে ফিৎরা বাহির করার উপর কাহারও বিরোধ ঘটে নাই। নির্দিষ্ট বস্তুগুলির অর্ধ সা ফিৎরা বাহির করার সপক্ষে যে সকল প্রমাণাদির অবতারণা করা হইয়া থাকে তাহা বিশুদ্ধ ও সঠিক

www.ahlehadeethbd.org

নহে বরং যঈফ বা দুর্বল। সুতরাং সকল মুসলমানের পক্ষ হইতে আদায়যোগ্য বস্তুর এক সা হিসাবে ফিৎরা বাহির করাই বাঞ্ছনীয়। এক সা এর ওযন ৮০ তোলা সেরের মোটামুটি ২সের ১১ ছটাক।

**ঈদের নামায ঃ**

মাহে রমযান অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর শাওয়াল মাসের প্রথমদিবসে মুসলমানদের জন্য ঈদের আনন্দ দিবস নির্ধারিত হইয়াছে। শরীঅতের নির্দেশ মতে সেই দিবসে প্রত্যেক মুসলমান নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে অপেক্ষাকৃত ভাল পোষাক পরিধান করিবে, সুগন্ধি ব্যবহার করিবে, রোযা সমাধা করার তওফীক দানের জন্য আল্লাহর তা'রীফ ও শুকরীয়াহ প্রকাশ করিবে এবং উচ্চ আওয়াযে নিম্নোক্ত তক্‌বীর ধ্বনি করিতে করিতে ঈদগাহ গমন করিবে।

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোনও মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা।

ঈদের নামায খোলা ময়দানে—মুক্ত মাঠে পড়া সুন্নত। রসূলুল্লাহ (দঃ) সর্বদাই ঈদের নামায মুক্ত মাঠে আদায় করিয়াছেন। কিন্তু মাত্র একবার বৃষ্টির দরুণ মাঠে নামায পড়া সম্ভব না হওয়ায় তিনি একান্ত বাধ্য হইয়া ঈদের নামায মসজিদে সমাধা করিয়াছেন। এইরূপ কারণ ব্যতীত মসজিদে ঈদের নামায পড়া সুন্নতের খেলাফ।

ঈদের নামাযের জন্য আযান ও ইকামতের বিধান শরীঅতে নাই। ঈদের নামায সমাধা করিয়া সালাম ফিরানর পর ইমাম দুই খুৎবা প্রদান করিবেন। নামাযের পূর্বে খোৎবা প্রদান করা সুন্নত সম্মত নহে।

সূর্য উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঈদের নামায সমাধা করা উচিত। ঈদের নামাযকে দিবা এক প্রহরের পর দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিলম্বিত করা বাঞ্ছনীয় নহে।

ঈদের নামায দুই রাকাআত। প্রথম রাকাআতে তক্‌বীর তহরীমা ব্যতীত সাত তক্‌বীর আর দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তকবীর—দুই রাকাআতে মোট বার তক্‌বীর কিরআতের পূর্বে বলিতে ইহবে। বার তক্‌বীর সম্বলিত বিশুদ্ধ হাদীসের বিপক্ষে কোনও সহীহ হাদীস রসূলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক প্রমাণিত নহে। সুতরাং বার তকবীরের উপর আমল করাই সুন্নতসম্মত ও অধিক যুক্তিসঙ্গত। এই তক্‌বীরগুলিকে تکبیرات زوائد বা অতিরিক্ত তক্‌বীর বলা হয়।

ঈদুল্‌ ফিৎর—মোবারকবাদ!

## এবারের ফিৎরা

যাহারা খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে উহার মূল্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করিবেন, তাহাদিগকে এবার কণ্ট্রোল এলাকায় ২ সের ১১ ছটাক চাউলের মূল্য বাবদ নূঃ ১'৫৯ পয়সা বা পুঃ ১॥/১০ আনা, আর যাহারা গমের মূল্য দিবেন তাহাদিগকে নূঃ ১'১ পয়সা বা পুঃ ১৻২॥ গণ্ডা দিতে হইবে। অন্যান্য ইলাকায় স্থানীয় মূল্যানুসারে খাদ্যবস্তুর দুই সের এগার ছটাকের দাম দিতে হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

# নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির পথে ইন্দোনেশিয়া

—অধ্যাপক আবদুল গণী এম, এ,

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া ক্রমশিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে। নূতন ইন্দোনেশিয়া—তার জনসাধারণের সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান চিন্তাধারা ও আশা আকাঙ্খার প্রতীক স্বকীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করে চলছে। কিন্তু তার এই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা ও প্রকৃতি দেশের চিন্তাশীল লোক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং সমাজ-সেবকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদের সৃষ্টি করেছে। ফলে দেশে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের শতকরা আশিজন অধিবাসী মুসলমান, অথচ জাতীয় জীবন ও সমাজ গঠনে ইসলামের অবদান এবং ইহার প্রভাব সম্পর্কে তাহাদের নেতৃস্থানীয় চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারকদের মনোভাব বিশ্বের মুসলিম দেশ সমূহের জন্য উৎসাহব্যাঞ্জক নহে; তাদের রাজনৈতিক দর্শন পঞ্চশিলা নামে অভিহিত।

ইন্দোনেশিয়ায় নুতন সংস্কৃতির উপর আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সনের জুলাই মাসে Achdialk Mihradja জাকার্তা থেকে প্রকাশিত The Indonesian Spectator নামক সাময়িকীতে যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন প্রধানতঃ উহাই আমাদের আলোচনার অবলম্বন।

ইন্দোনেশিয়ার নুতন সংস্কৃতির ভিত্তি কি হবে—কী হবে তার ঐতিহাসিক পটভূমি আর কি মালমসলা নিয়ে এ যাত্রা পথে এগিয়ে যাবে এটিই হচ্ছে তার বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে বিভিন্ন ধারায়। কেও ভাবছেন আঞ্চলিক ভাবধারা ও তাহজিব তমদ্দুনকে অবলম্বন করে নূতন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে; কেও ভাবছেন পাশ্চাত্যের অনুসরণ ও অনুকরণই একমাত্র পথ, আর এক শ্রেণী মনে করছেন যে প্রাচ্যের আদর্শই অনুকরণীয়।

পরস্পর বিরোধী সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের ফলে যে নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ( Democratic Socialism ) এবং মানবতা মূলক জাতীয়তাবাদ ( Humanistic Nationalism ) ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতির ভিত্তি রূপে কাজ করে চলছে।

এদেশের সাংস্কৃতির আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বে তার রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর সামান্য আলোকপাতের প্রয়োজন আছে। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসকে চারি স্তরে ভাগ করা যায়।

১। হিন্দু-জাভানী শাসনকাল
২। মুছলিম সুলতানদের শাসনকাল
৩। পাশ্চাত্যের ওলন্দাজদের শাসনকাল
৪। আধুনিক স্বাধীন ও প্রগতিশীল ইন্দোনেশিয়া

স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের শাসনাধীন যে সব প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়, নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

সামন্ত প্রথা ও তার প্রভাব:—ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রিয় জীবনে পাশ্চাত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। এখানে ওলন্দাজগণ অতি সহজেই নিজেদের শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সমক্ষ হয় কয়েকটি কারণে। এর প্রধান কারণ এই দেশে পরস্পর বিরোধী হিন্দু-জাভানী ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব। হিন্দু-জাভানী সংস্কৃতি ( Hindu-Javanese Culture ) ক্রমশঃ বিলোপ হতে থাকে এবং ওলন্দাজগণ ইউরোপের রেনেসাঁ ( European Renaissance ) আন্দোলনের চিন্তা স্বাধীনতা ও প্রগতিশিলতার সদ্ব্যবহার করতে থাকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



হিন্দ-জাভা সংস্কৃতির প্রভাবে এদেশে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে গোড়া ধর্মীয় সংস্কারের দিকে, আর তা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে প্রকৃতি তথা তদানীন্তন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়ায়ে নেওয়ার জন্য। মুসলিম শাসকদের বেলাতেও এর বেশী কিছু ব্যতিক্রম হয়নি। মুছলমানদের সেদিনকার তাহজিব তমদ্দুন শাসক গোষ্ঠির যে ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল; ইসলামের প্রভাব তাতে কমই ছিল।

মুসলিম শাসকদের আমলে দেশে পূর্ণ রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল; আর সে রাজতন্ত্র ছিল সামন্ত ভিত্তিক। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সামন্ত প্রভুদের পূর্ণ সহযোগিতায় ও সমর্থনে। সামন্ত প্রভু তথা জমিদারগণ ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাদের শোষণের সার্থক অস্ত্র স্বরূপ কাজ করতে থাকে। ফলে ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ওলন্দাজ শাসন কালেও পূর্বকার সামন্ত প্রথার প্রভাব অপরিবর্তনীয় ভাবেই চলতে থাকে।

ওলন্দাজ শাসনকালে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রবাদ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করেছে; কিন্তু ইউরোপে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি দ্বারা যে নব যুগের সৃষ্টি হয় ওলন্দাজগণের মাধ্যমে তার কোন প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনে বা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ফলে জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছিল, ক্রমাগত দুঃখ অভাব অভিযোগ ও নির্যাতনের ফলে বিদ্রোহ দানা বেধেঁ উঠছিল, কিন্তু চিন্তা-স্বাধীনতা বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এদেশের মানুষ ছিল নিশ্চল,গতিহীন, তারা মটর চালনা শিখেছিল, আর—কলকব্জা ও মেশিন পরিচালনা করে শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করছিল, কিন্তু যন্ত্রপাতি তৈয়ার করার বিদ্যা অর্জন তথা প্রকৃতি জয় করে প্রাকৃতিক সম্পদ দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যবহার করার বাসনা ও উদ্যম তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। সাম্রাজ্যবাদী ওলন্দাজরাও সে সুযোগ তাদেরকে দিতে চায়নি, তারা করেছে শাসন আর শোষণ।

প্রায় তিন সহস্র দ্বীপ সমন্বিত এই দেশের তদানীন্তন সভ্যতা গুটি কয়েক শাসককে কেন্দ্র করে গঠে উঠে। এখানে শিক্ষক, পিতামাতা, ও গুরুজনকে দেবতার মত ভক্তি করতে হতো এবং সামন্ত প্রভু, রাজা, সুলতান ও শাসনকর্তাগণকে দেবভক্তি দেখালেই চলতোনা, নতজানু হয়ে তাদেরকে ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতে হতো। জনসাধারণকে ইসলাম বিরোধী অনেক কার্যকলাপ অনেক সময় বাধ্য হয়েই করতে হতো এবং ক্রমে ক্রমে তা স্বাভাবিক সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়ে যেতো। অন্য দিকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। এই সমস্ত প্রথা পরবর্তী সময়ে দেশীয় আইনের মর্যাদা পেতে থাকে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তা কোন কোন সময়ে ইসলামী আইনের পরিপন্থী হয়েছে; ইন্দোনেশীয় পরিভাষায় এই রীতি 'আদদ' ( Adod ) নামে অভিহিত।

এক সময়ে যেমন কুলীন ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদেরকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, বাঙ্গালী সভ্যতা বলতে শুধু হিন্দু সভ্যতাকেই বুঝানর চেষ্টা হচ্ছিল, ইন্দোনেশিয়ার সংস্কৃতি ও সাহিত্য বলতে তেমনি সামন্ত ও শাসকশ্রেণীর সভ্যতাই বুঝাতো। এদেশীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সমাজ জীবনের কোন চিত্র অঙ্কিত হতো না; তাদের মনের কথা, তাদের অনুভূতি বা আশা আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলন দেখা যতোনা, তারা যেন ছিল মৃত। তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে সমাধিস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে না। সভ্যজাতিরূপে সুখ সন্তোষ ও প্রাচুর্যের নয়া জামানা সৃষ্টি করা তাদের নিকট ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents



সামন্ত ভিত্তিক যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সেটা ওলন্দাজগণের প্রভাবে বিলীন হতে থাকে; শুধু ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্যে এর প্রভাব চলতে থাকে আর এই সাহিত্যের উপকরণ ছিল অতীত যুগের গল্প গুজব, নৃত্য-বাদ্য ও নাটক। পৌরাণিক গল্প ও নাটকের উপর ভিত্তি করেই এখানকার দর্শনের বিকাশ ঘটতে থাকে। 'দেবারুটি, "অর্জুন উয়াহা" নামক নাটক এবং 'লুটুং কাছারুং ও 'মুনডিং বোয়া' নামক প্রাচীন গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ের সাহিত্যিক ও কবিগণ ছিলেন নিজেরাই সামন্ত পরিবারের। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি ম্যাংকুনেগারা, যছুডিপুরা, রংগোভারছিতো প্রভৃতি মোহাম্মদ মুসার সময় থেকে ব্রাতাভিজয়ার সময় পর্যন্ত সকলেই সামন্ত প্রভু ও তাদের পারিবারিক বিষয় বস্তুকে অবলম্বন করেই সাহিত্য রচনা করেছেন। এ সাহিত্যের উপাদান ছিল রাজা বাদশাহ, উজীর নাজির ও অভিজাত শ্রেণীর কীর্তিকলাপ ও কার্যাবলী, তাদের প্রশংসা কীর্তন, রাজ কন্যাদের অনুগ্রহ ও প্রেম লাভের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অলৌকিক ও রহস্যপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যহারে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ বিগ্রহের চাঞ্চল্যকর কীর্তিগাথা। প্রাক-ইসলামিক যুগের কাব্য সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে আরবীয় কবিগণ অতি সুন্দর শব্দ প্রয়োগ এবং ছন্দ বিন্যাসের বাহাদুরী দেখিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীলতার নগ্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তাঁরা এরই ভিতর মৌলিকত্ব ও সৃজনী শক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। ইন্দোনেশীয় সাহিত্যেও অনুরূপ কাব্য রচিত হয়। কিন্তু নগ্নতা ও অশ্লিলতার সাথে আরবীয় কবিগণের ন্যায় মৌলিকত্ব ও সৃজনী শক্তির পরিচয় তারা দিতে পারেন নি। তাদের বিষয় বস্তু হতো অসংলগ্ন ও সামঞ্জস্যহীন। তারা বহুলাংশে প্রাচীন বিজাতীয় সাহিত্য ও কিংবদন্তীপূর্ণ পুরাণ কাহিনী অবলম্বনেই নিজেদের সাহিত্য রচনা করতেন। মহাভারত, রামায়ণ, উয়াইং, মিনাক, হিন্দ জাভানী লাঞ্জি কিংবদন্তী, প্রাচীন সুদানী কিংবদন্তী এবং আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্য গ্রন্থ ছিল তাদের আদর্শ।

চিন্তা-জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ১৭৮৯ সনের বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ অবদান পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, উদার নীতিবাদ এবং পার্লামেন্টারী রাজনীতি তখনও ইন্দোনিশিয়ার জনমনে স্থানলাভ করতে পারে নি। এর প্রধান কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, স্বেচ্চাচারী বৈদেশিক শাসনের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অবহেলিত অশিক্ষিত ও অধিকার বঞ্চিত আপামর জনসাধারণের স্বার্থে আন্দোলন করার, তাদের পুঞ্জীভূত বেদনাকে রূপ দেওয়ার, তাদিগকে সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ করে তোলার মত কোন শক্তিশালী লেখক, সমাজ সেবক ও রাজনৈতিক দরদী কর্মীশ্রেণীর উদ্ভব তখনও হয়নি।

[ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ]

www.ahlehadeethbd.org

# ঈদের নামাযে তকবীরের সংখ্যা

[ আলোচনা ]

—মোহাম্মদ মতীয়ুর রহমান

দুই ঈদের নামাযে তকবীরের সংখ্যা সম্পর্কে প্রাচীনকাল হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। ইমাম শওকানী তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ নয়লুল আওতারে ১০ প্রকার মতভেদ সংক্রান্ত উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা উক্ত ১০ প্রকার মতভেদ লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিনা। আমাদের দেশে প্রধানতঃ দুই প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। একদল ২ রাকাত নামাযে ১২ তকবীর অপর দল ৬ তকবীর প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা এই ১২ ও ৬ তকবীরের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব।

বার তকবীর সম্পর্কে ছনদবাদে আসল হাদীছটি এই: আম্‌র বিনে শুআয়েব কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে—তিনি বলেন,

ان النبى صلى الله عليه وسلم كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الاولى وخمسا فى الاخيرة.....

"নিশ্চয় নবী (দং) ঈদের নামাযে ১২তকবীর প্রদান করিতেন। প্রথম ( রাকাআতে ) ৭ আর শেষ অর্থাৎ দ্বিতীয় (রাকাআতে) ৫ বার।

হাফিজ ইরাকী বলেন,উক্ত হাদীসের সনদ সালিহ অর্থাৎ বিশুদ্ধ—দোষমুক্ত। ইমাম তিরমিযী স্বীয় ইলালে মুফরাদায় ইমাম বুখারীর কথা উধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইমাম সাহেব (বুখারী) এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন। হাফিয ইরাকী বলেন, ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, আমি মোহাম্মদ বিনে ইসমাঈল বুখারীকে উক্ত হাদীসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলেন, এই তকবীর অধ্যায়ে উক্ত হাদীস অপেক্ষা অধিকতর সহীহ হাদীস আর নাই। এজন্য আমিও উহাই বলি অর্থাৎ ১২ তকবীরই আমার মযহব।

উপরোক্ত সহীহ হাদীসের সমর্থনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, انا اذهب الى هذا এইদিকে অর্থাৎ ১২ তকবীরের দিকেই আমি গিয়াছি—অর্থাৎ ইহাই আমার মযহব।

উধৃত সহীহ হাদীসের সমর্থনমূলক আরও বহু হাদীস রহিয়াছে। স্থানাভাব হেতু হাদীসগুলির মতন উধৃত না করিয়া শুধু হাদীসের বর্ণনাকারী এবং উহা কোন্ কেতাবে আছে কেবল তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

১। স'দ বিনে ফরজ (রাঃ)বর্ণিত ১২তকবীরের হাদীস: জওহারুণ নকীসহ বয়হকী (৩) ২৮৭ পৃঃ

২। কসীর বিনে আব্দিল্লাহ স্বীয় দাদা আম্‌র বিনে আওফ সাহাবী হইতে বর্ণিত ১২ তকবীরের হাদীস, তুহফা সহ তিরমিযী (১) ৩৭৬ পৃঃ

৩। জাফর বিনে মোহাম্মদ স্বীয় পিতা মোহাম্মদ বাকের হইতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (দঃ) আবুবরকর (রা), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) আলী (রাঃ) প্রভৃতি উভয় ঈদের নামাযে ১২ তকবীর দিতেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মুসান্নফ আবদুর রায্যাকের বরাতে দেরায়া ১২৭ পৃঃ

৪। আবদুল্লাহ বিনে মোহাম্মদ বিন আম্মার আন আবীহে আন জাদ্দেহীর হাদীসে দুই ঈদের নামাযে ১২ তকবীরের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। দারকুতনী, তালীক মুগনী সহ, ১৮১ পৃঃ।

৫। জননী আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত

www.ahlehadeethbd.org

হাদীসে রসূলুল্লাহর ১২ তকবীরের কথা উল্লেখ আছে—মুআলীমুস সুনন।

৬। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হাদীসে রসূলুল্লাহ (রাঃ) উভয় ঈদে ১২ তকবীরের কথা উল্লেখ আছে— (মজ্‌মল কবীর তবরানী)

৭। জাবির বিনে অব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেন সুন্নত প্রথা হইতেছে উভয় ঈদের নামাযে প্রথম রাকায়াতে ৭ আর দ্বিতীয় রাক্‌আতে ৫ তকবীর দেওয়া। বয়হকী, জওহরননকী (৩) ২৯২ পৃষ্ঠা।

৮। আবিওয়াকিদ লায়ছীও জননী আয়েশা (রাঃ) হইতে গৃহীত হাদীসে ১২ তকবীরের উল্লেখ রহিয়াছে—শরহি মাআনিক আসার (২) ৩৯৯ পৃঃ।

৯। আবদুল্লাহ বিনে ওমর (দঃ) বলিয়াছেন প্রথম রাক্‌আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক্‌আতে পাঁচ তকবীর দিতে হয়। দারকুতনী তালীক মুগনী সহ (১) ১৮১ পৃ।

হাফিয ইরাকী বলেন, সাহাবা, তাবেঈ ও ইমামগণের অধিকাংশের অভিমত ও উক্তি উহাই অর্থাৎ ১২ তকবীর। তিনি আরও বলেন, হমরত ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু আইয়ূব, যায়দ বিনে সাবিত আয়েশা (রা) হইতে উক্ত ১২ তকবীরের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইহ ছাড়া মদীনার ৭ জন ফকীহ—(১) ওবায়দুল্লাহ বিনে আবিদুল্লাহ, (২) উরওয়া বিনে যুবায়ের, (৩) কাসেম বিনে মোহাম্মদ বিনে আবীবকর, (৪) আবুবকর বিনে আবিদর রহমান, (৫) সঈদ বিনুল মুসাইয়েব, (৬) সুলয়মান বিনুল ইয়াছার এবং (৭) খারিজাহ বিনে যয়েদ সকলেই ১২ তকবীরের সমর্থক। ওমর বিনে আবদুল আযীয, ইমাম যুহরী, ও মকহুম প্রভৃতির মযহবও ইহাই।—বয়হকী (৩) ২৮৯ পৃঃ

শ্রদ্ধেয় আয়েম্মায়ে দ্বীনের মধ্যে ইমাম মালিক, আওযায়ী, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মযহবও ঐ ১২ তকবীর। তবে ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক প্রভৃতি তকবীর তহরীমা ছাড়াই প্রথম রাকাতে ৭ তকবীরের কথা বলেন আর ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ তকবীর তহরীমা সহ ৭ তকবীরের কথা বলেন।

ইমাম শওকানী উপরোক্ত প্রমাণপঞ্জী এবং সাহাবা, তাবেঈন ও বেশীর ভাগ আয়েম্মায়ে দ্বীন কর্তৃক ১২ তকবীরের সমর্থনের বিষয় এবং উহার স্বপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি এবং অখণ্ডনীয় দলীল পেশ করিয়া ১২ তকবীরের বিশুদ্ধতা ও বলিষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই অভিমতের সমর্থনে হাফিয ইবনে আব্দিল বরের উক্তি উধৃত করিয়াছেন। ইবনে আব্দিল বর যথার্থই বলিয়াছেন "নবী দঃ হইতে উৎকৃষ্ট তরীকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি উভয় ঈদের নামাযে প্রথম রাকাআতে সাত ও দ্বিতীয় রাকআতে ৫ তকবীর দিয়াছেন। রসূলুল্লাহ (দঃ) হইতে উক্ত ১২ তকবীরের বিরুদ্ধে সহীহ বা জঈফ ছনদে কিছুই বর্ণিত হয় নাই, যাহা কিছু ৬ বা ৯ তকবীর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে উহা রসূলের (দঃ) হাদীস নহে, সাহাবার উক্তি মাত্র। যাহা সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে তাহা ১২ তকবীর।

ইবনে আব্দিল বর আরও বলিয়াছেন, "যাহা হযুর [দঃ] আমল করিয়াছেন উহাই সর্বোত্তম।"

হানাফী ফিকহের গ্রন্থে ৬ এর উপর আ ও ৭ অর্থাৎ ১৩ তকবীরের সন্ধান পাওয়া যায়।

www.ahlehadeethbd.org

শামী কেতাবের ৮৭১ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ ১৩ তকবীর দিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুজতবা গ্রন্থেও ৬ তকবীর ত্যাগ করিয়া উপরোক্ত মত গ্রহণের উল্লেখ আছে।

খলীফা হারুণ রশীদের ভয়ে ইমামদ্বয় ১২ তকবীর [ তকবীর তাহরীম সহ ১৩ তকবীর ] প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া হানাফী স্কুলের বিদ্বান ও ছাত্রগণ যে কৈফিয়ৎ প্রদান করিয়া থাকেন [ দেখুন জহীরিয়া ] তাহা গ্রহণ করিতে গেলে আমাদের মতে ইমামদ্বয়কে অত্যন্ত খাঁটি করিয়া ফেলা হয়। অধিকন্তু তাহাদের এই কৈফিয়ত প্রমাণহীন এবং মনের কল্পনা মাত্র— তাঁহারা কোন দলীলই তাহাদের উক্তির পশ্চাতে পেশ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই।

এখন ৬ তকবীর সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি। ৬ তকবীরের সমর্থনে যে 'হাদীস' পেশ করা হইয়া থাকে তাহা এই ঃ

عن مكحول.....عن ابى عائشة جليس لابى هريرة ان سعيد بن العاص سال ابا موسى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الاضحى والفطر فقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق وقال ابو موسى كذلك كنت اكبر بالبصرة حيث كنت عليهم ٥

"হযরত আবু হুরায়রার সঙ্গী আবু আয়েশা হইতে মাকহুল (রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, সঈদ বিনুল আ'স রাঃ—আবু মূসা (রাঃ ও হুজায়ফা বিনুল ইয়ামানকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আযহা ও ফিতরে ( দুই ঈদের নামাযে ) কিরূপ তকবীর দিতেন? তদুত্তরে আবু মূসা বলিলেন, তিনি জানাযার তকবীরের ন্যায় চারি তকবীর দিতেন। তখন হুযায়ফা বলিলেন, আবু মূসা সত্য বলিয়াছেন, আর আবু মূসা বলিলেন, আমি বাসরায় হাকিম থাকাকালীন ঐরূপ ৪ তকবীর দিতাম। জওহরুননকী সহ বয়হকী [৩] ২৮৯—২৯০ পৃষ্ঠা।

ইমাম খাত্তাবী এই হাদীসকে যঈফ বলিয়াছেন। ইমাম শওকানী যঈফের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুর রহমান বিনে সাবিতকে ইবনে মঈন এবং আরও একাধিক ব্যক্তি যঈফ—দুর্বল বলিয়াছেন। আবার আবু মূসা সাহাবী হইতে যে রাবী উহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার নাম আবু আয়েশা আর আবু আয়েশা এমন ব্যক্তি যাহাকে চিনা যায় নাই, তাহার নামও অন্য সূত্রে জানা নাই। অর্থাৎ আবু আয়েশা অজ্ঞাত ব্যক্তি। সুতরাং তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ যোগ্য নহে। তারপর উক্ত ৬ তকবীরের হাদীস মরফূও নহে উহা মওকুফ, অর্থাৎ ইবনে মাসউদের উক্তি বা ফতোয়া মাত্র---ইহাই সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য কথা। হাদীসরূপে কথিত ৬ তকবীরের 'হাদীস' প্রকৃত প্রস্তাবে হাদীসই নয়।

হাফিয যায়লয়ী আবু আয়েশা সম্পর্কে লিখিয়াছেন।

لكن ابو عائشة قال ابن حزم فيه مجهول وقال ابن القطان : لا اعرف حاله

কিন্তু আবু আয়েশা! তিনি মজহুল বা অজ্ঞাত ব্যক্তি, ইবনে কাত্তান বলেন তাহার সম্বন্ধে আমি জানিনা।

আবু আয়েশাই একমাত্র ব্যক্তি, যাহার মাধ্যমে ছয় তকবীরের পূর্বোধৃত হাদীসকে মরফু হাদীস হিসাবে হানাফী আলেমগণ উপস্থিত করিয়া থাকেন। কিন্তু যে আবু আয়েশার উপর

www.ahlehadeethbd.org

তর করিয়া তাহাদের এই দাবী তাহার পরিচয় আমরা পাইলাম।

এই অজ্ঞাত পরিচয় আবু আয়েশা ছাড়া আর যাহারা ছয় তকবীরের হাদীসকে মওকুফ অর্থাৎ ইবনে মসউদের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার হইতেছেন [১] আলকমা [২] আসওয়াদ [৩] করদুছ। উক্ত ৩ ব্যক্তি হইতে যে রেওয়ায়ত আছে উহাতে বর্ণিত হইয়াছে: আসওয়াদ বলেন,

"ইবনে মসউদ বসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হুযয়ফা ও আবু মূসা আশআরীও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সঈদ বিনুল মুসাইয়েব তাঁহাদের নিকট ঈদের তকবীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে হুযায়ফা আবু মূসাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। তিনি [আবু মূসা] আবদুল্লাহ ইবনে মসউদকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। ইবনে মসউদ জিজ্ঞাসিত হইলেন। তিনি প্রথম রাকাতে চারি তকবীর দিয়া পরে ছুরা পাঠ করিতে এবং এবং দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে সূরা পাঠ পরে চারি তকবীর দিতে বলিলেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে—৬ তকবীরের সমর্থনে সহীহ মরফু ও দোষত্রুটি শূন্য কোন হাদীস নাই। এই জন্যই সবদিক বিবেচনা করিয়া ইমাম বয়হকী বলিয়াছেন, 'যেহেতু রসূলুল্লাহর হাদীস হইতে ১২ তকবীর আর উভয় রাকাতে তকবীরের পর কেরাত পাঠ প্রমাণিত হইয়াছে এবং মক্কা, মদীনা ও অন্যান্য স্থানে ব্যাপক ভাবে মুসলমানদের মধ্যে আজ পর্যন্ত বার তকবীরের উপর আমল চলিয়া আসিতেছে, এই জন্য আমরা ইবনে মসউদের ৬ তকবীরের [আর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পর তকবীর দেওয়ার] কথার বিরুদ্ধে ১২ তকবীরের পক্ষে গিয়াছি।

* [লেখকের 'তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া' [২য় খণ্ড] পাণ্ডুলিপি হইতে মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান কর্তৃক সংক্ষেপায়িত।]

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

# রমযানুল মুবারক ও ঈদুলফিত্‌র উপলক্ষে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীসের আবেদন

## বেরাদরানে মিল্লত,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

পবিত্র রমযান আসিয়াছে, মহাপূণ্য রোযা শুরু হইয়াছে। ঈদুল ফিত্‌র আসিতেছে। রমযান আমাদের জন্য শুভ হোক, আমাদের রোযা আল্লার নিকট কবুল হোক, আমাদের ঈদ ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য আনন্দে গোলযার হোক।

## বেরাদরান,

সকলেই জানেন রমযানে প্রত্যেক নেক কাজের সওয়াব অশেষ। এই জন্যই আপনারা এই পাক-পূত ও বরকত-সমৃদ্ধ মাসে আপনাদের যাকাত, সদকা, ফিৎরা প্রভৃতি বাহির করেন এবং ঈদের পূর্বে ও অব্যবহিত পরে বিতরণ শেষ করেন। পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের দ্বীনী খেদমতের কথা আপনাদের নিকট অত্যন্ত জানিত এবং সুপরিচিত। তবু এই উপলক্ষে জমঈয়তের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস বিগত ১৭ বৎসর যাবৎ আল্লার পাক কোরআন এবং রসূলুল্লার (দঃ) পবিত্র সুন্নার প্রচার ও সমাজ-জীবনে উহার প্রতিষ্ঠার কাজ সাধ্যমত আঞ্জাম দিয়া আসিতেছে। জমঈয়তের দফতর হইতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি দ্বীনী মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত ও পরিবেশিত হইতেছে।

এই বছরও নূতন কয়েকখানা মূল্যবান পুস্তক বাহির হইল এবং সম্মুখে আরও বাহির হইবে। পুস্তক প্রকাশনার কার্য আরও বর্ধিত করার জন্য ফ্ল্যাট মেশীন ক্রয়ের আয়োজন হইতেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোরআন ও হাদীসের অধ্যাপক জনাব মওলানা শেখ আবদুর রহীম সাহেবের অনরারী সম্পাদনায়—প্রকৃত ইসলাম তথা আহলে হাদীস আদর্শের প্রচারক—জমঈয়তের মাসিক মুখপত্র **তর্জুমানুল হাদীস** একাদশবর্ষ বাহির হইতেছে। জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমান সাহেবের সম্পাদনায় জমঈয়তের সাপ্তাহিক মুখপত্ররূপে **আরাফাত** (৭ম বর্ষ) কোরআন ও হাদীসের তর্জমা, আদর্শমূলক জীবনী, সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং সপ্তাহের সংবাদ বক্ষে ধারণ করিয়া নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

মুবাল্লিগ এবং জমঈয়ত কর্মীবৃন্দের তবলীগী প্রচারণা, জামাতের সংগঠন এবং সংস্কারমূলক কাজ অধিকতর জোরদার করিয়া তোলা হইয়াছে। এবৎসর চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে রাজশাহীর চাপাই নওয়াবগঞ্জে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন উক্ত সাংগঠনিক উদ্যম ও প্রচার তৎপরতার ফল।

সুযোগ্য মুদার্রেসগণ কর্তৃক জমঈয়ত পরিচালিত **মাদ্রাসাতুল হাদীস** বিগত ৬ বৎসর যাবৎ চালু রহিয়াছে। এখানে প্রতিজন ছাত্রকে ফ্রি বাসস্থান এবং খোরাকী বাবৎ মাসিক ৩০৲ টাকা ওযীফা দেওয়া হয়। এখানে ৩ বৎসরের কোর্সে তফসীর ও সিহাহ সিত্তার সমুদয় হাদীসের দর্সসহ উচ্চাঙ্গের দ্বীনী তা'লীম দেওয়া হয়। গত ২ বৎসরে সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ওলামায়ে কেরাম প্রদেশের বিভিন্ন মাদ্রাসায় অত্যন্ত যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত শিক্ষকতার কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের চলিত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখার এবং উহার অন্যান্য আদর্শিক প্রোগ্রাম কার্যকরীকরণ ব্যবস্থাকে অধিকতর জোরদার করার জন্য সকলের সহযোগিতা ও আর্থিক সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

পূর্ব পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীস পূর্ববৎ আপনাদের নিকট যথানিয়ম বায়তুল মালের সিকি অংশ দাবী করিতেছে। আশা করি আল্লার মালের নির্ধারিত অংশ জমঈয়তকে প্রদান করিয়া একদিকে উহার দীনী খেদমত চালু রাখার ও আরও বর্ধিত করার কাজে অংশ গ্রহণ করিবেন, অপরদিকে এই মহৎ কাজে শরীক হইয়া অশেষ সওয়াবের ভাগী হইবেন।

মনে রাখিবেন জমঈয়তে আহলেহাদীস পূর্ব পাকিস্তানের জামাতে আহ্‌লেহাদীসের হস্তে মরহুম হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর একটি পবিত্র আমানত। এই আমানতের হেফাযত আপনাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** জমঈয়তের জন্য আদায়ী সমস্ত টাকাকড়ির প্রাপ্তি স্বীকার 'তর্জুমানুল হাদীস' মাসিক পত্রিকায় করা হয়, কড়ায়-গণ্ডায় হিসাবপত্র সাবধানে রক্ষণকরা হয়এবং প্রতি বছরের হিসাব নিয়মিতভাবে অডিটকরান হয়।

টাকাকড়ি মনিঅর্ডারে সেক্রেটারীর বরাবরে "৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। জমঈয়তের সীল মোহরযুক্ত এবং প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত রশীদ গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট আদায়কারীগণের হস্তেও দেওয়া চলিবে। বিনা রশীদে কাহাকেও টাকাকড়ি দিবেন না—দিলে জমঈয়ত তজ্জন্য দায়ী হইবে না।

## আদায়ী ইলাল খায়ের

১। (ডক্টর মওলানা) মোহাম্মদ আবদুল বারী, প্রেসিডেন্ট
২। (মওলানা) মোহাম্মদ হুসাইন বাসুদেবপুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট
৩। (মওলানা) আবুল মুকারিম সা'দ ওয়াক্কাস রহমানী, ভাইস প্রেসিডেন্ট
৪। (মওলানা) শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি
৫। (মওলানা) মোহাম্মদ রমযান আলী
৬। (মওলানা) শামসুল হক সলফী
৭। (মওলানা) মোহাম্মদ আরিফ এম, এ,
৮। (মওলানা) আবুল কাসেম রহমানী
৯। (আলহাজ মৌঃ) আবদুল মাজেদ সরদার
১০। (আলহাজ) মুহম্মদ নুর হোসেন
১১। (আলহাজ) শেখ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহ্‌হাব
১২। (আলহাজ মৌঃ) মোহাম্মদ সুলায়মান
১৩। (আলহাজ) মোহাম্মদ হেলালুদ্দীন
১৪। (প্রফেসর মওলানা) রুস্তম আলী দেওয়ান এম, এ,
১৫। (মৌলবী) মোহাম্মদ ফিরোজ
১৬। (মৌলবী) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী
১৭। (আলহাজ) মোহাম্মদ আকীল
১৮। (মৌলবী) রইসুদ্দীন আহমদ
১৯। (মৌলবী) মোহাম্মদ ইব্রাহীম হুসাইন বি, এ,
২০। (প্রফেসর) আবদুল গণী এম, এ,
২১। (মৌলবী) এস, বেলায়েত হুসাইন
২২। (মৌলবী) মোহাম্মদ আবদুল আলী
২৩। (মওলানা) আবদুল আযীম আযীমুদ্দীন আযহারী
২৪। (মৌলবী) শেখ মোহাম্মদ মযকুর
২৫। (মওলানা) যিল্লুর রহমান আনসারী
২৬। (মওলানা) হাসান আলী এম, এ,
২৭। (মওলানা) আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,
২৮। (প্রফেসর) আশরাফ ফারুকী এম, এ,
২৯। (মওলানা) আবদুর রায্‌যাক
৩০। (আলহাজ) মোহাম্মদ আনিসুদ্দীন
৩১। (মৌলবী) মোহাম্মদ সিরাজুল হক
৩২। (মওলানা) মুস্তাসির আহমদ রহমানী
৩৩। (মওলানা) আবদুল হক হক্কানী
৩৪। (মওলানা) মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ এম, এম,
৩৫। (মৌলবী) মোঃ আবদুর রহমান (বি, এ, বি-টি), সেক্রেটারী

www.ahlehadeethbd.org

# সাময়িক প্রসঙ্গ

## 'ঈদুল্-ফিৎর্

বিশেষ সবর, সহানুভূতি ও জনসেবার মাস—অফুরন্ত ফাযীলাত, সওাব ও বারাকাতের মাস—রামাযান মাস খতম হইয়া ঈদুল-ফিৎরের দিন আসিয়া পৌঁছিল। এই দিনটি প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে নিজ অন্তর, বিবেক ও রূহের সাথে হিসাব-নিকাশের দিন—বুঝাপড়ার দিন রামাযান মাসে মুমিন-মুসলিমদের ঘাড়ে যে সকল কর্তব্য আসিয়া চাপিয়াছিল আজিকার দিনে তাহাদিগকে উহার জবাবদিহি করিতে হইবে।

বাকী এগার মাসে মুমিন মুসলিমদিগকে প্রত্যহ যে সকল কার্য সম্পাদন করিতে হইত—রামাযান মাসে ঐ কার্যগুলি সম্পাদন করা ছাড়া অতিরিক্ত আরও কতিপয় কার্য সম্পাদন করিবার আদেশ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ অতিরিক্ত কার্যগুলি ছিল :

১। দিবা-ভাগে সিয়াম-পালন।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا

غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٥

ব্যাখ্যা :—যে ব্যক্তি রামাযান মাসের দিবাভাগে সিয়াম-পালনকে নিজের প্রতি ফরয বিশ্বাস করিয়া এবং সিয়াম পালনে সওাব লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রামাযান মাসের সিয়াম পালন করে, সে ব্যক্তি কোন গুনাহ পূর্বে করিয়া থাকিলে তাহার সেই গুনাহ ক্ষমা করা হয়।—বুখারী ও মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সঃ আরও বলেন,

مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ

بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ

ব্যাখ্যা :—কোন ব্যক্তি যদি রামাযানের দিবাভাগে পানাহার প্রভৃতি দৈহিক ভোগাদি হইতে বিরত থাকে—কিন্তু মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা কথাকে ভিত্তি করিয়া কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে আল্লার দরবারে তাহার পানাহার-ত্যাগের কোনই মূল্য নাই। সে ঐ প্রকার পানাহার ত্যাগের জন্য কোনই সওাব পাইবে না।—বুখারী।

আজ এই 'ঈদুল-ফিৎরের দিনে প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের পক্ষে চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে, সে কি রাসূল সঃ-র নির্দেশ অনুযায়ী রামাযানের সিয়াম পালন করিয়াছে?

২ কিয়ামুল লাইল—রাত্রিতে 'ইবাদত

এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا

غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি রামাযান মাসের রাত্রিগুলিতে তাহাজ্জুদ নামায সম্পাদন করাকে অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সওাব লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাহাজ্জুদ নামায সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি পূর্বে কোন গুণাহ করিয়া থাকিলে তাহার সেই গুণাহ ক্ষমা করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

তাহাজ্জুদ নামায সাধারণতঃ দুপুর রাত্রিতে অথবা শেষ রাত্রিতে সম্পাদন করিতে হয়। রামাযান মাস ছাড়া বাকী এগার মাসে তাহাজ্জুদ নামায সম্পাদন করা ইচ্ছাধীন—নফল। কিন্তু এই হাদীস অনুযায়ী রামাযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের জন্য তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাত-মুআক্কদাতে পরিণত হয়। এই তাহাজ্জুদ নামাযকেই রামাযান মাসে তারাবীহ বলা হইয়া থাকে। এই তারাবীহ নামায রাত্রির প্রথম ভাগে পড়া সুন্নাতের খিলাফ নয়। কারণ,

(১) রাসূলুল্লাহ সঃ তাহাজ্জুদ নামায রাত্রির প্রথম ভাগেও পড়িয়াছেন, মধ্যভাগেও পড়িয়াছেন এবং শেষ ভাগেও পড়িয়াছেন।—বুখারী ও মুসলিম

(২) রাসূলুল্লাহ সঃ আবু-হুরাইয়া রাঃ-কে ঘুমাইবার পূর্বে তাহাজ্জুদ নামায পড়িবার অনুমতি দিয়াছিলেন।—বুখারী ও মুসলিম

(৩) হযরত 'উমর রাঃ রামাযান মাসে প্রত্যেক রাত্রির প্রথম ভাগে জামাআতে এই নামায সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই ঈদুল ফিৎরে প্রত্যেক মুমিন মুসলিমকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, সে কি রামাযানের কিয়ামুল লইল যথাযথভাবে পালন করিয়াছে?

৩। **রামাযান মাসের সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য 'তাক্ওা' হাসিল করা।**

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لعلكم تتقون

ব্যাখ্যা: তোমরা যাহাতে তাক্ওয়া হাসিল করিতে পার—তোমরা যাহাতে সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় কাজ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার ক্ষমতা অর্জন করিতে পার সেই জন্যই রামাযান মাসের সিয়াম পালন তোমাদের জন্য ফরয করা হইয়াছে।

তাই, আজিকার এই ঈদুল ফিৎরের দিনে প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমকে নিজের অন্তরের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে যে, রামাযান মাস আগমনের পূর্বে তাহার রূহের যে অবস্থা ছিল তাহার কি কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে?

যদি কোন মুমিন-মুসলিম দেখে যে, রামাযান মাসে মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা কথার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করা, অশ্লীল কথা বলা, বাজে কথা বলা, পরনিন্দা, গালাগালি, ঝগড়া-ঝাঁটি প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারে নাই—চুরি করা, পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা অপরের মনে যাতনা দেওয়া, অপরকে আঘাত করা প্রভৃতি হইতে সে বিরত থাকিতে পারে নাই, এবং মন্দ খেয়াল ও অসৎ চিন্তাকে মন হইতে সে দূরীভূত করিতে পারে নাই—তবে তাহার ভাগ্যে আজিকার এই দিনে হতাশা ও নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছুই নাই।

فرحة عند فطره

রামাযানের সিয়াম পূর্ণ করিয়া ঈদুল ফিৎরের দিনের আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ তাহার পক্ষে মোটেই সাজে না। আর যে মুমিন মুসলিম রামাযান মাসের সিয়াম পালন কালে নিজের জিহ্বাকে সর্বপ্রকার অন্যায় কথা হইতে সংযত রাখিতে পারিয়াছে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বপ্রকার অন্যায় কাজ হইতে বিরত রাখিতে পারিয়াছে এবং অন্তরকে সর্বপ্রকার অসৎ চিন্তা ও মন্দ খেয়াল হইতে বিরত রাখিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ভাগ্যবান। তাহারই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সঃ-র এই হাদীসটি প্রযোজ্য হইবে।

للصائم فرحتان: فرحة عند فطره

وفرحة عند لقاء ربه.

ব্যাখ্যা: যথাযথভাবে সিয়াম পালনকারীর জন্য দুই দফা আনন্দ ও উল্লাসের ব্যবস্থা রহিয়াছে—এক দফা দুনয়াতে ও অপর দফা আখিরাতে। দুনয়াতে সে যে আনন্দ পায় তাহা এই: রামাযান মাসের সিয়াম পালন করিবার পরে সিয়াম পালনকারী যখন অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে যথাযথভাবে সিয়াম পালনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে এবং সে সিয়াম পালনে তাহার জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ত্রুটি করে নাই তখন তাহার অন্তরে কর্তব্য সম্পাদন জনিত এক অনাবিল আনন্দ ও উল্লাসের উৎস স্বত স্ফূর্ত ভাবে প্রবাহিত হইয়া উঠে। আর সে দ্বিতীয় আনন্দটি ঐ সময়ে পাইবে যখন সে আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ ও দীদার লাভে সমর্থ হইবে। ঐ সময়ে তাহার অন্তরে সে এক অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিবে।

রামাযানে যে তাকওয়া হাসিল হয়, বাকী এগার মাস ধরিয়া ঐ তাকওয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা করাই হইতেছে এই সিয়াম সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, হে আল্লাহ, আমরা দুর্বল। আমাদের দোষ ত্রুটিপূর্ণ এই সিয়াম পালন তোমার দরবারে ঠাঁই পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। হে আল্লাহ, আমাদের দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য ক'রে নিজ দয়া ও মেহেরবাণীগুণে আমাদের এই অপদার্থ বস্তুটি কবুল কর। আমীন! সুম্মা আমীন য়া রাব্বাল 'আলামীন।

www.ahlehadeethbd.org